THE AIRY FLOWER

OR

আকাশ কুসুম কাব্য

ও অন্যান্য ক্ষুদ্র কবিতা।

নবীন চন্দ্র দাস এম্ এ, প্রণীত।

Calcutta.

PUBLISHED BY S. K. LAHIRI,

54, College Street.

1893.

উৎসর্গ পত্র।

যে বঙ্গ-গৃহ-লক্ষ্মীর
চরিত্র-গত মাধুর্য্যের আভাস মাত্র
চতুর্থ স্তবকে চিত্রিত হইয়াছে তাঁহার উদ্দেশে এই
ক্ষুদ্র কবিতা শ্রদ্ধা ও ভক্তির উপহার
স্বরূপ অর্পণ করিলাম।

গ্রন্থকার।

B30451

গ্রন্থ সূচনা।
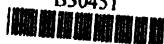
কোন বাল্য-বন্ধুর অনুরোধে এই ক্ষুদ্র কবিতা প্রথমে লিখিত হয়। ইহার কিয়দংশ ১২৭৯ সালের "হালিসহর পত্রিকায়" প্রকাশিত হইয়াছিল, ১২৯০ সালে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়। সম্প্রতি কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত ও সংশোধিত করিয়া প্রকাশ করা হইল। মূল বিষয় কাল্পনিক হইলে ও আধুনিক শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে এইরূপ ঘটনা বিরল নহে। বিবাহ, স্ত্রীশিক্ষা ও স্বাধীনতা সম্বন্ধে অনেকের মনোগত ভাব ইহাতে প্রতিফলিত হইয়াছে। বাল্য ও যৌবন সুলভ ভাব স্থানে স্থানে লক্ষিত হইবে। বিষয় ও অবস্থা অনুসারে তাহা অপরিহার্য্য মনে করিয়া সহৃদয় পাঠক মার্জ্জন রিবেন।

তৃতীয় স্তবকে "কুমুদ শশীর" পত্রের ৪র্থ কবিতা পাঠে এ ক্ষুদ্র কাব্যের স্তাবিত বিষয় অনুভূত হইবে। তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"প্রেমের উদ্যানে, প্রিয়, আশার ছলনে
আশৈশব যে কুসুমে করিলে যতন,
নিদারুণ বিধি হায়, কহিব কেমনে,
বজ্রাঘাতে হৃদি তব করি বিদারণ,
আমূল সে ফুলবৃন্ত করিয়া ছেদন,
অপর-অদৃষ্ট-ক্ষেত্রে করিল ক্ষেপণ।"

বালেশ্বর।
১৪ই এপ্রিল, ১৮৯২।

... ..."এবে ভাগ্যদোষে
চেদীশ্বর নরপাল শিশুপাল নামে
(শুনি জনরব) নাকি আসিছেন হেথা
বরবেশে বরিবারে, হায় অভাগীরে।"

... ... "আইস, মুরারি,
আইস, বাহন তব বৈনতেয় যথা
হরিল অমৃত রস পশি চন্দ্রলোকে,
হর অভাগীরে তুমি প্রবেশি এ দেশে।"

রুক্মিণীপত্রিকা।

বীরাঙ্গনা কাব্য।

আকাশ-কুসুম কাব্য।

প্রথম স্তবক।

আশা।

১

(চন্দ্রোদয়ে কোন প্রেমিকের হৃদয়োচ্ছ্বাস।)

দিবা অবসান এবে, রবি দিনকর
  দাঁড়াইলা ক্ষণ, যেন অনিচ্ছা গমনে,
সুদূর গগন প্রান্তে, সুবর্ণ কিরণে
  রঞ্জিয়া আকাশ-লীন পশ্চিম সাগর ;
.ডুবিলা জলধি জলে, এবে তেজোহীন
চাহি বসুধার মুখ, বিষাদে মলিন !

২

বহিল দক্ষিণ-বায়ু স্নিগ্ধ সুশীতল
  নাচাইয়া তরুপত্রে অনুরাগ ভরে,
কুসুমের কাণে কাণে মাগে পরিমল,
  বিনিময়ে মুখ তার চুম্বি প্রেমাদরে

৩

ওই বুঝি বাহিরিল সুরনারীগণ,
  হেমপথে সায়ন্তন সমীর সেবনে ;

শ্বেত রক্ত মেঘে ভেঁই ঢাকিল গগন,
না পড়ে ওরূপ যেন মানব নয়নে !

৪

লোহিত কোমল করে সুরবালাদলে
খেলিছে শৈশব খেলা সুখের সদন,—
ভাসাইছে নভোদেশে অতি কুতূহলে
মেঘের মরালমালা বিবিধ বরণ।

৫

হায়, নিশি ঈর্ষাবশে মসি মাখা করে
মুছিল এ ব্যোম চিত্র, শোভার আধার,
গভীর কালিমা রাশি ছাইল অম্বরে,
শ্বেত, রক্ত, পীত প্রভা না রহিল আর !

৬

ঈশের প্রতিমা রূপী অসীম গগন
খুলিল নক্ষত্ররূপে সহস্র নয়ন ;
সঞ্চারি অনিল হস্ত স্নিগ্ধ পরশনে
শীতলিছে দিবা তাপে তপ্ত জীবগণে।

৭

ঐ দেখ উজলিয়া পূরব আকাশে,
উদিলেন শশধর ভুবনমোহন
ভুবন হাসিল সুখে, হাসিল গগন,
চকোর ভুলিল তৃষা, শশীর সুহাসে।

৮

সুমন্দ সুশীত বায়ু সেবিয়া ঊষায়
ডুবিতেন 'অনিরুদ্ধ' * যে ভাব-সাগরে,

---

* কৃষ্ণের পৌত্র "অনিরুদ্ধ" বাণ রাজার কন্যা ঊষার প্রেমে মুগ্ধ হইয়াছিলেন

কেন হে শরদ ইন্দো! নিরখি তোমায়,
উথলিল সেই ভাব আমার অন্তরে?

৯

দেখিয়াছি কতবার, কহিব কেমনে,
বিমল রজত-আভ তব কলেবর;
ষোড়শ কলায় কিবা শোভা মনোহর,
কভু ত এমন ভাব উঠে নাই মনে।

১০

হেরিয়াছি শশিকলা গিরিবর-শিরে,
যেমতি শশাঙ্ক রেখা ভবেশের ভালে,
কিম্বা রৌপ্য থালা খান সাগরের নীরে
খেলিয়াছে তর তর তরঙ্গের তালে।

১১

কভু তোমা হেরি নাই হেন মধুময়,
এত হর্ষ, এত হাসি, আজি কি কারণ?
কেনই বা সুধা দানে এতই সদয়?
আনন্দে মাতিল মোর দেহ, প্রাণ, মন!

১২

কহ, শশি, তুমি কিহে সে 'কুমুদ্বশশী',
ব্যাকুল হৃদয় মোর যাহার কারণ?
বিকাশি প্রেমের কলী, মনঃসরে পশি
বিরাজে যাহার ছবি প্রিয়দরশন?

১৩

মূর্ত্তিমতী সরলতা সম দরশন,
নীলবাসে ঢাকা, মেঘে তব দেহ প্রায়,

ভ্রমে সে নয়ন-পথে মম অনুক্ষণ—
ছায়া-পথে তুমি যথা, মধুময় কায়

১৪

ভূতলে অতুল তার রূপ মনোহর,
তরল সুবর্ণ বর্ণ বিমল শরীর,
শোণিতে কোমল ত্বক ভেদি সূক্ষ্মতর,
পদ্মরাগ আভা যেন ভাসিছে রুচির,
ভেদি' যথা প্রভাতের হেম ঘনমালা
প্রকাশে অরুণ-ভাতি ভুবনে উজ্জ্বলা !

১৫

আহা ক্ষুদ্র মুখ খানি কেমন সুন্দর
নির্ম্মল কলঙ্কহীন অতি সুকোমল !
গুটী কত মুক্ত কেশ কপালে বিমল
বাড়াইয়া গৌরকান্তি দোলে রম্যতর ;
খেলিছে অলক যেন শৈশব খেলন
মিশায়ে ভ্রূ-যুগে ঘন কালিমা আপন।

১৬

কিংশুক-লোহিত মৃদু অধর কোমল,
আবার নয়ন দুটী কেমন চপল,
লুকিয়া যৌবন তাহে চাহে উকি দিয়া
অস্ফুট মনের ভাব কহে প্রকাশিয়া ;-
যৌবনের পূর্ব্বক্ষণ অতি মনোহর,
ঊষায় অরুণ যথা নব-কলেবর !

১৭

ওই যে অসংখ্য তারা তোমারে দেখিয়া
অপমানে যেন, শশি, সজল নয়ন
রহিয়াছে অধোমুখে ভূমি নিরখিয়া—
ধরার রূপসীকুল লাঞ্ছিত তেমন,
রূপের আকাশে সেই বালিকা রতন
বিরাজে, অতুল তেজে তোমারি মতন

১৮

তুমি যদি সেই মম হৃদয় রতন,
তবে কেন কলঙ্কে মলিন কলেবর ?
কেমনে কুলের লজ্জা দিয়ে বিসর্জ্জন,
দেখাইছ সবাকারে রূপ মনোহর ?

১৯

বসিয়া আকাশে তুমি, শশি সুধাময়,
দেখিতেছ একদৃষ্টে নিখিল ভুবন,
কহ মোরে কৃপা করি, এমন সময়
দেখিছ কি তুমি মোর হৃদয়ের ধন ?

অস্তমিত 'শশী' মোর যদি বা শয়নে,
উজ্জ্বল হীরক যথা আঁধার আগারে,
বাতায়ন পথে তুমি হেরিবে তাহারে,
ভাঙ্গিও না সুখনিদ্রা হিম পরশনে।

২১

"কোথা রে 'কুমুদশশী' হৃদয়বাসিনী—
ভাসমানা রাজহংসী মানস সরসে,
মেঘের হৃদয় মাঝে স্থির সৌদামিনী,
—প্রেমের পরশমণি খনির উরসে !

২২

"কি কানন, কি নগর, কি গিরিশিখর,
যথা যাই, কত বার, কতই যতনে,
মধুমাখা নাম তব মধুর সুস্বনে
ডাকিয়া বিকলকণ্ঠ, মনঃ-পিকবর।

২৩

"কতনা মিনতি করি, কহিনু পবনে
বহিতে তোমার কাছে এ মোর বারতা ;
গেল চলি সমীরণ, না শুনিল কাণে,
কেন বা শুনিবে মেঘ অভাগার কথা ?

২৪

"রূপের কুহক জালে ভুলে না যে মন
কেন ধায় তব পানে নিমেষ-বিহীন ?
বহিছে দুর্দ্দম বেগে শীতলি' জীবন
বিমল প্রেমের স্রোতঃ হৃদয়ে নবীন ?"

২৫

"কেন রে অবোধ প্রাণ এতই চপল ?
মরুভূমে প্রেম-অশ্রু ত্যজিলে কি ফল ?

সে দিন ভারতে আর আছে কি এখন
শুনি যবে প্রণয়ীর করুণ বচন
বাজিত মধুর তানে প্রেমিকাহৃদয়,
অঙ্গুলি পরশে যথা বীণা-তার চয়,
জাগাইয়া প্রতিধ্বনি মানস-মোহন ?
বিগত ভারতভাগ্যে হায় রে সে দিন,
অবলা সরলা বালা এবে পরাধীন !
প্রেমের গৌরব-রবি ছাড়ি পূর্ব্বাচল
লোকাচার-রাহু-ভয়ে গত রসাতল।

২৬

এসব ভাবনা হ'লে মানসে উদয়
অশুভ আশঙ্কা কত আসে আর যায় ;
কিন্তু সে মনের ভাব মনে পায় লয়,
সাগরের ঢেউ যথা সাগরে মিশায় !

২৭

আহা সে শরদ শশী চারু দরশন
এই ত সুহাস-রসে জগতে ভাসায়,
আবার বারিদ রূপ মস লিন বসন
টানিয়া কৌতুকে মুখ লুকাইতে চায়।

২৮

শশীর মোহন রূপে হ'য়ে বিমোহিত,
অধীরে বারিধি তাঁরে চুম্বিবারে ধায় ;
তেমতি এ পোড়া প্রাণ হয়ে উচ্ছ্বসিত
ধাইল, 'কুমুদশশি' হেরিতে তোমায় !

২৯

শারদ-পূর্ণিমা আজি, নিখিল ভুবন
ভাসিছে, হে শশি, তব প্রেমের সুহাসে;
প্রেমের জলধি ভব অভাগার ধন, *
না হেরি অভাগা মাত্র মজিনু হতাশে।

দ্বিতীয় স্তবক

আশঙ্কা।

(স্বপ্ন দর্শনে।)

... ... "অবহেলি মন্মথের শরে
রথীন্দ্র হেরিলা, জাগি, শয়ন সদনে
(কনক-পুতলি যেন নিশার স্বপনে)
উর্ব্বশীরে।"

মধুসূদন দত্ত

১

রজনী গভীর এবে, নীরব ধরণী,
নীরব বিহগকুল, শারদ-অম্বরে
ফুটিল তারকারাজি, বিকচ নলিনী
ভাসিছে যেমতি স্বচ্ছ মনঃসরোবরে,—
তেমতি ফুটিল আজি আমার অন্তরে
অগণ্য কল্পনা আশা, পূর্ব্বরাগ ভরে।

---

* চন্দ্র—ক্ষীরসমুদ্রসম্ভূত। কুমুদ শশী—প্রেমসমুদ্রসম্ভূত

২

উঠিলা আকাশ ভালে শশী নিশামণি,
উজলিয়া ছায়াপথ রূপের চমকে,
সোহাগে গলিয়া কোলে পড়িলা রোহিণী ;
লাজে অবনত মুখে মনের কৌতুকে
হাসিছে মধুর মৃদু, তারকা নিকর,
ধবল কৌমুদী-জালে ভাসে দিগন্তর।

৩

অদূরে রজতধারা চারু "কর্ণফুলী" *
ধরিলা অপূর্ব্ব শোভা চন্দ্রমা মিলনে,
হৃদয়ে প্রেমের ঢেউ পড়িছে উছলি,
কৌমুদী অঞ্চল-নীরে খেলিছে বিজলী
শত চন্দ্র নিপতিত তটিনী জীবনে,
এ অসীম প্রেম-লীলা বুঝিব কেমনে ?

চলিছে তরঙ্গমালা কেমন চপল,
নাচিয়া, গাইয়া কত নিশির ছায়ায়,
জোছনা মাখিয়া অঙ্গে করে ঝল মল,
শৈশব আমোদে মত্ত শিশুদল প্রায়
তরঙ্গের কল কল তরল সঙ্গীত,
কার না শ্রবণ মন করে পুলকিত ?

* এই নদী চট্টগ্রামের পূর্ব্বপ্রান্তবর্ত্তী নীল পর্ব্বতমালা হইতে প্রবাহিত হইয়া বত সাগরে
তিত হইয়াছে।

৫

ডুবিল হৃদয় মোর গভীর চিন্তায়,
   সুপ্রসন্ন প্রাঙ্গনেতে করিনু শয়ন,
হাসিছে অনন্ত নভঃ ফুল্ল চন্দ্রিকায়,
   নাচে হাসিভরা মুখ দিগঙ্গনাগণ।

৬

নিদ্রাতে চাপিল নেত্র পড়িল যবনি—
   অন্তরে খুলিল যেন নব রঙ্গস্থলী;
বিস্ময়ে মাতিল মন, দেখিনু অমনি
   কল্পনার জ্বলিত চারু দীপাবলী।

৭

দেখিলাম নভঃ মাঝে বিশাল প্রান্তর,
   যত দূর চলে দৃষ্টি অন্ত নাহি তায়,
মরকতময় ভুমি অতি মনোহর,
   নয়ন মোহিত করে হরিত আভায়।

৮

শোভিয়াছে কল্পতরু সে চারু উদ্যান,
   দাঁড়াইয়া মধ্যভাগে, ঊর্দ্ধ-কলেবর;
বিপুল প্রকাণ্ড তার পর্ব্বত প্রমাণ,
   ভেদিছে জলদ-জাল বিশাল শিখর!

৯

বহেন সে তরুমূলে কুল কুল স্বরে,
   অনন্তসঙ্গীতময়ী সুর-তরঙ্গিনী,

শীতল ছায়াতে তার, বিরামের তরে,
আলবাল গড়ি, যেন আছেন তটিনী।

১০

বহেন আকাশ-গঙ্গা প্রসন্ন সলিলে
প্রক্ষালিয়া সুমেরুর স্বর্ণবালি রাশি,
সুনীল স্ফটিক-নিভ সুবিমল জলে
সুবর্ণ সৈকত-রেখা প্রকাশিছে হাসি।

১১

বহিছে মলয় বায়ু চির সুশীতল,
প্রক্ষেপি জলের কণা ব্যাপিয়া যোজন,
চুম্বিয়া সে জলবিন্দু তরু-পত্র-দল,
শোভে যেন মুক্ত মালা নিবিড়-বন্ধন।

১২

অপূর্ব্ব এ দেবতরু নন্দন-ভূষণ,
(দেবাসুরে চিরদ্বন্দ্ব যাহার কারণ)
সমুজ্জ্বল পত্র তার নক্ষত্র নিকর,
ভাতিছে খদ্যোত-দ্যুতি ভব-মনোহর।
বিরাজিছে তরুরাজ ব্যাপি নভঃস্থল,
ললাটে মুকুট, কোটি মাণিকের দল!

১৩

তারাময় সে তরুর বিশালমূরতি
পড়িয়াছে মন্দাকিনী-প্রশান্ত-জীবনে,—

অধঃ, ঊর্দ্ধে সমদূর ব্যাপি করে স্থিতি!
তরু হতে কত তারা খসি বায়ুবলে
পড়িছে উজলি দিক, মন্দাকিনী জলে!

১৪

কাঁপিল গঙ্গার বক্ষ, কাঁপিল যেমতি
সহসা ঘুমের ঘোরে বিরহি-হৃদয়,
স্বপনে হাসিলা যেন পুণ্য স্রোতস্বতী
বিনিন্দি তরুর অঙ্গে তারকা নিচয়—
বাহিরিল জ্যোতিরাশি, হাসির ছটায়
উজলি জলদপুঞ্জে বিজলীর প্রায়।

১৫

আরোহি সে জ্যোতিরাশি নিশীথ গগনে
উঠিলা সুচারুনেত্রা সোণার পুতলি,
আলোকি চৌদিক নিজ স্ফুরিত কিরণে,
দুলিছে চরণ তলে মুক্ত কেশাবলী।
বিস্ময়ে ডুবিনু আমি হেরিয়া তাঁহায়,
গম্ভীরে কহিলা দেবী সম্ভাষি আমায়।—

১৬

"অন্তিমে বাড়ায়ে জ্বালা বিরহীর মনে
প্রিয় সঙ্গ-রঙ্গে আমি হাসাই তাহারে
কাঞ্চন উদ্যান মম রঞ্জিয়া নয়নে
বিরাজিছে দেখ ওই মেঘের মাঝারে

১৭

"যে মূর্ত্তি জাগিছে সদা অন্তরে তোমার
কেটে বুক, কাল তাহা করিবে হরণ,
খেয়েছ আশার মধু, বুঝ রে এখন
নিরাশার ছুরিকায় আছে কত ধার।

১৮

"ওই যে সুচারু তরু গগন-প্রাঙ্গণে
হাসিতেছে কোটি নেত্র করি উন্মীলন,
একটী কুসুম তার—সুধাংশু রতন—
রক্ষিছে অমরনাথ পরম যতনে ;—
'আকাশ-কুসুম' সেই অমৃত সদন
সুদর্শনে সুরক্ষিত, জগত-জীবন।

১৯

"ওই দেখ আসে রাহু মেঘের আকার !
এখনি গ্রাসিবে সেই কুসুমরতন,
ব্যর্থ করি কেশবের চক্র সুদর্শন, —
ইন্দ্রের আশায় করি অশনি প্রহার !"

২০

নীরবিল দৈববাণী ; হায় অকস্মাৎ
লুকাইল নদী বক্ষে স্বপ্ন কুহকিনী ;
বিদারি' আকাশতল হ'ল বজ্রপাত
কাঁপাইয়া দশদিশ গগন মেদিনী !

২১

যমদূতাকৃতি মেঘ ঢাকিল গগন,
যেমতি পুষ্করাবর্ত্ত প্রলয়ের কালে,
আকাশে মুদিল চক্ষু, ভয়ে তারাগণ,—
অন্ধকার একাকার আকাশে পাতালে।

২২

চমকি চাহিনু ফিরে অন্তর আকাশ,
না দেখি হৃদয়মণি পাইনু তরাস,
ভীষণ নৈরাশ মেঘে ছন্ন দিশপাশ,
থেকে থেকে হাসে আশা বিদ্যুতের হাস !

২৩

দেখাতে না পার যদি পথিকের পথ,
রে আশা ! চঞ্চল দ্রুত আলোকে তোমার,
দ্বিগুণি আঁধার, কেন বাড়াও বিপৎ ?
লুকাইল প্রিয় শশী, দেখিব না আর !

২৪

কি হেতু অস্থির এত রে বিমূঢ় মন,
বাঁধা সে তোমার সহ যে দৃঢ় বন্ধনে,
ছিঁড়িবারে পারে তাহা; কে আছে এমন ?
কি শক্তি মানব ধরে, সে পাশ ছেদনে ?

তৃতীয় স্তবক।

নিরাশা।

(কুমুদ শশীর পত্র পাঠে)

১

"প্রিয়তম !

"দুঃখিনী কুমুদ তব প্রেমের পুতলি
কাঁদে আজি অভাগিনী ব্যাকুল অন্তরে,
ভীষণ বিপদ সিন্ধু উঠিছে উথলি,'
ডুবিব নিশ্চয় আজি অকূল সাগরে !
উঠিছে লহরীমালা পরশি গগন,
মুহূর্ত্তে গ্রাসিবে ক্ষীণ অবলা-জীবন।

"যে দিকে ফিরাই আঁখি, দেখি অন্ধকার,
হাহাকার করে যেন তরুলতাগণ,
আঁধার জগৎ আজি নয়নে আমার,
না দেখি উপায় আহা শূন্য ত্রিভুবন !

৩

"ও মুখ-চন্দ্রমা তব প্রিয়-দরশন
শতধা বিম্বিল যবে অন্তরে আমার,

ভাবিনু সুখের তরে এ মর-জীবন,
সুখের মানব জন্ম, সুখের সংসার,
কিন্তু হায় কি ঘটিল, দৈবের লিখন,—
বিগত সে সুখ-নিদ্রা, ভাঙ্গিল স্বপন,
দুঃখের হুতাশে প্রাণ করে হাহাকার!
লুকাইল সুখ আশা বিদ্যুতের প্রায়
ধাঁধিয়া এ পোড়া প্রাণ ক্ষণিক প্রভায়!

৪

"প্রেমের উদ্যানে, প্রিয়, আশার ছলনে
আশৈশব যে কুসুমে করিলে যতন,
নিদারুণ বিধি হায়, কহিব কেমনে,
বজ্রাঘাতে হৃদি তব করি বিদারণ,
আমূল সে ফুল-বৃন্ত করিয়া ছেদন,
অপর-অদৃষ্ট-ক্ষেত্রে করিল ক্ষেপণ!
এ দেহের হর্ত্তা কর্ত্তা জনক আমার
এ জনমে, কার সাধ্য রোধে ইচ্ছা তাঁর?

৫

"কি দুঃখে হৃদয় আজি বিদরে আমার,
কি দারুণ বিষে পোড়ে এ পোড়া জীবন,
না ভাবেন পিতা মম বিন্দুমাত্র তার,
উৎসব আমোদে মত্ত জ্ঞাতি বন্ধুগণ—
সুখের সাগরে সবে দিতেছে সাঁতার;
বাজিছে প্রমোদ বাদ্য পূরিয়া গগন
ডুবাইয়া অভাগীর মৃদু হাহাকার;
কে শুনে বলির কালে অজার রোদন?

৬

"গরজে গভীর বাদ্য পূরিয়া গগন,
মুহুর্মুহু ভয়ে মোর কাঁপিছে হৃদয়,
বাজিছে শ্রবণে যেন শমন গর্জ্জন,
অভাগীর এই বুঝি অন্তিম সময়!

৭

"আসিছে দক্ষিণ হ'তে মহা কোলাহলে
লইবারে অভাগীরে বরযাত্রীগণ,
খরস্রোতে ধায় যথা কল্লোল সাগরে
ভীম রবে ভাঙ্গি পার, বরিষার কালে;
সে স্রোতে ভাষায় তৃণে, কে রাখিতে পারে?
এ স্রোতে ভাসাবে এই অবলা-জীবন,
মজিল অভাগী আজি, এ বিপত্তি জালে!

"যে দিন দক্ষিণ গ্রামে বিবাহ বন্ধন,—
(নাভাবি) করিলা স্থির জনক আমার,
—আকাশ ভাঙ্গিয়া শিরে হইল পতন,
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল দেখিনু আঁধার।

"বজ্রের অধিক এই হৃদয় কঠিন,
পাপ প্রাণ বেঁচে আছে তাই এতদিন,
দেখাইতে অদ্যকার বিষম রজনী;
দ্বিধা হয়ে গ্রাস মোরে, বসুধা জননি!

ভুলিলা জনক মম, ধনের মায়ায়,
তনয়ার ভবিষ্যত না ভাবিলা হায় !

১০

"প্রিয়তম ! ভাসি আজি নয়নের নীরে
অভাগী বিদায় মাগে জনমের তরে;
বিসর্জ্জন কর তারে বিস্মৃতি-সাগরে—
ফেলিওনা অশ্রুধারা, স্মরি দুঃখিনীরে ;
জীয়ন্তে মরিল আজি কুমুদ তোমার,
'প্রিয়তমা' বলি তারে ডাকিও না আর।

১১

"হায় রে যে ধ্রুবতারা প্রেমের গগনে
উদিয়া করিল আলো বালিকা-অন্তরে,
আশৈশব রাখি যারে মনের নয়নে
ভাসাইনু হাসি হাসি সংসার সাগরে
জীবনের ক্ষুদ্র তরী, কত আশা ভরে,
হারাইনু তারে আজি দৈব বিড়ম্বনে ;
ডুবিল সে হেমজ্যোতিঃ নিরাশা-আঁধারে—
ডুবিবে সে তরী আজি, কে রাখিতে পারে ?

১২

"আচম্বিত কে খুলিল স্মৃতির অর্গল ?
পূর্ব্ব কথা কেন, স্মৃতি, কহি এ সময়ে
বাড়াইছ অন্তরের জ্বলন্ত অনল ?
মুছে ফেল চিত্রপট, দুঃখিনী-হৃদয়ে ;
ছুটিল আশার নেশা এত দিন পরে,
প্রচ্ছন্ন আগ্নেয় গিরি জ্বলিছে অন্তরে !

১৩

"প্রিয়তম! (হায় এই শেষ সম্ভাষণ
অভাগীর মুখে এই জনমের তরে)
প্রিয়তম! পূর্ব্ব কথা হও বিস্মরণ;
অস্ত গেলে আজি রবি অস্তের ভুধরে
তুমি আমি বহু দূর হইব অন্তর,—
উর্ম্মিময় এ মানব জীবন-সাগর
অন্তরায় হবে মাঝে আমা দোহাকার,
'প্রিয়তম' বলি তোমা ডাকিব না আর।—
না হলে জীবন অস্ত দুরন্ত ধরায়
পাবে না আমায় তুমি, পাব না তোমায়।
আমাদের প্রেম তরে এ পাপ সংসার
নহে সমুচিত স্থল, বুঝিলাম সার।

১৪

"বিরলে কাঁদিবে সদা এ চির দুঃখিনী,—
মহেশের প্রেম হারা হইয়া যেমতি
উচ্ছ্বাসে কাঁদেন গঙ্গা, সাগর-গামিনী,
ছাড়িয়া সে ধূর্জ্জটির শির-জটাসন
সাগর-ভবনে যবে যান মন্দগতি।
ফিরাবে দৈবের গতি কাহার শকতি?
কে বুঝে, কেন যে গঙ্গা করেন রোদন?
কে বুঝে, কেন যে হায় কাঁদে অভাগিনী?
অমৃত হইল বিষ ভাগ্যেতে আমার,
দোষী এ মানব জন্ম, দোষী কেবা আর?

১৫

"অয়ি গঙ্গে দয়াময়ি, পতিত-পাবনি !
অভাগী মাগিছে ভিক্ষা, তব পুণ্য জলে
রাখি এ দুঃখের ভার, জগত-জননি,
মিশাইয়া যাই তব চারু ঊর্ম্মিদলে !
কোথা শান্তি পাব আর এ অবনীতলে
বিনা ও তরল পদে, ভকত-বৎসলে ?

১৬

"তব কূলে জন্ম মম, সুর তরঙ্গিণি !
পরাধীনা বঙ্গবালা আমি অভাগিনী,
জ্ঞান বুদ্ধি চিন্তা মোর থাকিবে কেমনে
বাসনা, মমতা কিম্বা আত্ম অভিমান ?
পরাধীনা বঙ্গবালা পুত্তলি সমান,
সুখ, দুঃখ জ্ঞান হায় আছে কিরে তার ?
মোক্ষপদ লভে নর তব পরশনে,
জাহ্নবি, মিনতি মোর ও রাঙ্গা চরণে
বঙ্গবালা রূপে জন্ম নহে যেন আর !"

১৭

অহো ! শিহরিল প্রাণ, কাঁপিল হৃদয়,
ঘুরিল আকাশ পৃথ্বী নেত্রে অন্ধাগার,
না দেখি নয়নে কিছু, সব শূন্যময় ;
হে বিধাতঃ ! একি ছিল অন্তরে তোমার ?

১৮

রে স্বপন ! জানি তুই মিথ্যার আধার,
কপালের দোষে সত্য, হইলি কি হায় ?

আকাশ-কুসুম” ভাগ্যে ফলিল আমার !
কে জানিত এত বিষ নিরাশার ঘায় ?

১৯

বুঝিনু প্রণয়-অগ্নি অতি ভয়ানক,
দু-মন মিলনে উঠে যাহার চমক,
নিরাশার শুকলতা মুখে যদি পায়
জ্বলি উঠে, উভয়ের মন পুড়ে যায় !

২০

কে জানিত অভাগার এ ছিল লিখন,—
অন্তরের আগুণেতে জীবন সংশয়,
তেমতি অন্তর মাঝে জ্বলে হুতাশন
দহি ক্রমে শমীবৃক্ষে সরল-হৃদয় !
চরমে সে অগ্নি মধ্যে হইতে পতন
চিন্তা-হোমে নিত্য তারে করিনু বৰ্দ্ধন !

২১

সেই দিন যবে আমি দেখিনু ‘শশী’ রে
(সেই দেখা আজি যেন স্বপনের প্রায়)
নয়ন ভরিয়া তারে না দেখিনু হায় ;
শেষ দেখা হল তাহা জনমের তরে।

২২

কি কুক্ষণে হেরিলাম,—ভালবাসি যারে
চিরদিন, কুক্ষণে বা কহিব কেমনে ?
সেইত কুক্ষণ, যবে না হেরিয়া তারে
কাঁদিয়াছি, বাষ্পাকুল দীন দুনয়নে !

২৩

হায় রে এমন দিন হবে কি আবার ?
আর কি দেখিব ওই মধুর আনন
জুড়াতে মনের দুখ, জুড়াতে জীবন ?
গিয়াছে সে দিন, আহা ফিরিবে না আর !

২৪

হায়, যারে ভালবাসি প্রাণের সমান,
অপরে হরিছে তারে, আমা বিদ্যমান,
কেমনে চাহিয়া থাকি হইয়া পাষাণ ?
কি ফল জীবনে আর ? ধিক্ এ পরাণ !

২৫

এস অয়ি তমোময়ি, এস বিভাবরি !
তুমিও হারায়ে শশী বিষাদ মগন ;
এস তবে, কাঁদি দোঁহে গলাগলি করি,
তুষারে, নয়নাসারে, ভাসুক ভুবন !

২৬

কেমনে সমানদুঃখী কহিব তোমারে ?
মিহিরে ঘুচিবে তব বিরহ আঁধার,
শশীরে হেরিয়া তুমি হাসিবে আবার ;
মোর 'শশী' অস্তমিত জনমের তরে ।

২৭

প্রকৃতি তোমার দুঃখে বিষাদিত মন,
আঁধারে তোমার শোকে কাঁদেন ধরণী ;

মুছেন তোমার অশ্রু প্রভাতে তপন,
মলিন বিরহে তব শশাঙ্ক আপনি ;
কেবল আমার দুঃখে কাঁদে মোর মন,
মুছে এ নয়ন জল, নাহি হেন জন।

চতুর্থ স্তবক।

বিষাদ।

(ব্যাকুল হৃদয়ে।)

Away ! away ! my early dream,
Remembrance never must awake,
O, where is Lethe's fabled stream !
My foolish heart, be still or break.
BYRON.

১

কোথা রে 'কুমুদ-শশি,' হৃদয়-বাসিনি !
কোথা রে জগত-নেত্র-কৌমুদি আমার !
আইস হৃদয়ে মোর, হৃদয়ের মণি,
এ বাহ্য জগতে তোমা দেখিব না আর !

২

জানি হে অনন্ত অন্তর্জগত-প্রকাশ,
ক্ষণিক ঐহিক আয়ু, সঙ্কীর্ণ সংসার,
কি কাজ ভাবিয়া তবে, কেন বা হতাশ—
বাহির জগতে তুমি হবে না আমার ?

৩

এ হেন জগতে তবে ছাড়িয়া হেলায়,
প্রিয় 'শশি,' এস অন্তর্জ্জগতে এবার,
বিরহ বিচ্ছেদ কভু নাহবে তথায়,
নাহি তথা রাহু আর মেঘের সঞ্চার।

৪

মনের নয়নে সদা হেরিব তোমায়,
চিত্তপটে চারু ছবি রেখে অনুক্ষণ ;
যে চক্ষু সমক্ষে শুধু দেখিবারে পায়,
অন্ধ তাহা আজি হ'তে করিব গণন !

৫

বাহির জগতে তোমা হেরিব কেমনে,
ডাকিয়াছি সদা যারে হৃদয়-বাসিনী,—
জাগিয়াছে প্রতিধ্বনি, শুনেছি শ্রবণে—
কোথারে "কুমুদশশি হৃদয়-বাসিনী !"

৬

একদা ভাসিনু যবে বঙ্গের সাগরে,
তরঙ্গ তাড়নে যবে কাঁপিল তরণী—
ত্যজিনু জীবন-আশা, সহসা অন্তরে
জাগিল কুমুদ-শশী, হৃদয়-বাসিনী !

৭

এক মনে দাঁড়াইয়া জাহ্নবীর তীরে,
শুনিয়াছি মৃদু জলরবে শৈবলিনী

পরিহাস ছলে যেন কহিছেন ধীরে—
   "এই যে শশীর বিম্ব মম হৃদ-মণি"।

৮

নিবিড় কাননে একা ভ্রমিতাম যবে,
   উগরে মুকুতারাজি যথা নির্ঝরিণী,
কহে যেন 'নির্জ্জনতা' গভীর নীরবে,—
   "কারে তুমি ডাক হেথা হৃদয়-বাসিনী ?"

৯

নব কুসুমিত ওই নিকুঞ্জ ভিতরে
   কে বলে কোকিল ডাকে কুহু কুহু স্বরে ?
'শশীর' মধুর স্বরে হয়ে ক্ষুণ্নমনা,
   "উহু উহু" প্রকাশিছে মনের বেদনা !

১০

ওই যে ছুটিল পাখী দেখা নাহি যায়
   "বউকথা কও" কহি উড়িল অম্বরে ;
কথা গুলি বাহিরিতে বাজিছে গলায়,
   বিনির্গত যেন গুরু বিরহের ভরে।

১১

কে শিখায় কথা তারে হেন মধুময়,
   জগত-জনের মন যাহে কেড়ে লয় ?
প্রতিধ্বনি হেন রূপ করিয়া ধারণ
   দেশ দেশান্তরে ঘোষে কাহার রোদন ?

১২

কি দুঃখ করিবে হায় আমার কাতর
নিঃশেষিতে দুঃখরাশি জনম যাহার,
তৃণ তুল্য গণি আমি দুঃখ আপনার,
'শশি'রে, তোমার তরে কাঁদিছে অন্তর !

১৩

আজন্ম নিরখি তোমা লৌহের পিঞ্জরে
রাখিয়াছে দেশাচার পাষাণ অন্তর,
বড় সাধ ছিল মনে—আপনার করে
বিমুক্ত করিব তোমা ভাঙ্গিয়া পিঞ্জ

১৪

দেখ রে পিঞ্জরে থাকি পাখীটি কেমন,
কত প্রহারিছে পাখা হইতে বাহির
রক্তে রাঙ্গা চঞ্চুপুট, দুর্ব্বল শরীর
পড়িল, জন্মের মত মুদিল নয়ন ;
শিখাইয়া গেল পাখী ত্যজিয়ে জীবন
কত যে প্রাণের চেয়ে স্বাধীনতা ধন !

১৫

হায় রে এ ভারতের কত পুত্রগণ
হরিয়াছে অবলার এমন রতন,
তথাপিও তাহাদের তৃপ্তি নাহি মনে,—
হরিল শিক্ষার আলো স্বাধীনতা সনে

১৬

নর, নারী, পশু, পক্ষী, পতঙ্গ নিকর,
  আকাশে, সলিলে কিম্বা ধরার উপরে
সবারে সমান স্নেহে দয়াল ঈশ্বর
  বিতরিলা স্বাধীনতা আপনার করে,
যথা বায়ু, জল, আলো করিলেন দান
  নির্ব্বিশেষে, আছে যাহে সবাকার প্রাণ।

১৭

পিতার প্রদত্ত ধনে—স্নেহও তেমন
  পুত্র কন্যা উভয়ের সম অধিকার ;
গর্ব্বিত মানব, তব একি অবিচার
  ভগিনীর সেই ধন করিছ হরণ ?

১৮

দুই অর্দ্ধ পৃথিবীর পুরুষ রমণী—
  সে রমণী স্নেহময়ী তোমার প্রসূতি,
প্রিয়তমা পত্নী, সুতা, স্নেহের ভগিনী ;
  কেন এত নিরদয় ইহাদের প্রতি ?

১৯

করিয়াছ ইহাদের এতই দুর্গতি,
  ফেলিয়া রেখেছ ঘরে আতুর যেমতি,
চলিতে না পায়, হায়, রয়েছে চরণ
  যদিও গমন-ক্ষম, তোমার মতন।

২০

আকাশের যেই এক মণ্ডল মহান্
রহিয়াছে পল্লীগ্রাম ঢাকিয়া উপরে,
ভাবে তারা, শেষ পৃথ্বী ইহার ভিতরে,-
অবোধ ভারত-নারী সরল পরাণ।

২১

করিয়াছ ইহাদের দুর্দ্দশা এমন,
তবু তোমা ভালবাসে প্রাণের সমান ;
মূর্ত্তিমতী সরলতা যেন ছবি খান,
নিরখি শীতল নহে কাহার নয়ন ?

২২

আহা যবে, তব দুঃখ করিয়া শ্রবণ,
কাঁদে তব গৃহ-লক্ষ্মী ভিত্তির আড়ালে
মুছিয়া মুকুতা অশ্রু সুচারু আঁচলে,
শুননি কি দীর্ঘশ্বাস বহিতে সঘন ?

২৩

আবার দেখ রে রুগ্ন পতির চরণে—
প্রেমের প্রতিমা যেন মেঘাচ্ছন্ন শশী !
অমৃত পতির দেহে সিঞ্চি পরশনে
উচ্ছ্বাসে কাঁদিছে বামা অধোমুখে বসি,
(যেমতি গিরির পাশে কাঁদে নির্ঝরিণী
ভিজায়ে শিখরি-অঙ্গ, মুকুতাবর্ষিণী)—
রয়েছে পতির পানে স্থির দুনয়ন
সজল, সলিল-সিক্ত উতপল প্রায় ;

২৪

চমকি চাহিল রোগী ; কি দেখিল, হায় !
দেখিল নয়ন খুলি, নিশার স্বপন—
দুঃখের প্রতিমা আহা চরণে তাহার,
ঝরিছে তরল নেত্রে মুকুতার হার !

২৪

আহা সে কনকলতা, যার দরশন
রোগীর আরোগ্য-হেতু, তাপীর সান্ত্বনা ;
পুরুষের হাতে তার হেন নির্যাতন
শ্রীভূমি ভারত ভূমে, এ কি বিড়ম্বনা !

২৫

এক মাত্র হে পুরুষ তোমার কারণ
ফুটে কি কুসুমরাজি আমোদি কান্তারে ?
এক মাত্র তব সুখ করিতে বর্দ্ধন
বহে কি বসন্ত-বায়ু বিপিন মাঝারে ?

২৬

অনন্ত রূপের রাশি প্রকৃতির মুখে
ঢালিলা কি পরমেশ তোমারি কারণ ?
ওই দেখ পশু পক্ষী বিহরে কৌতুকে,
ক্ষুদ্র নর, তোমারে ত করে না গণন,—

২৭

সুদূরে হেরিলে ব্যাঘ্র কাঁপ তুমি ডরে,
সহজে বাঁধিতে পার পাখিটী পিঞ্জরে ;

কেবল দোষের হ'ল অবলা নিকর,
কঠিন প্রভুত্ব তব তাদের উপর।

২৮

নিরাকারে দেখিবার একটী নয়ন—
মনঃ নেত্র—অন্ধ হলে পাপের ধূলায়,
কেমনে হেরিবে সেই অনাদি কারণ,
এ বিশ্ব জীবনময় যাহার প্রভায় ?
সে হেতু হেরিতে ঈশে যুগল নয়নে
দু'মন মিলিত হয় বিবাহবন্ধনে,
কিন্তু হায়, ভারতের দুঃখের কারণ
এক চক্ষু দেশাচার করিল ঘাতন—
শিক্ষার অভাবে অন্ধ হিন্দু-নারীগণ,
অজ্ঞানতা-অন্ধকারে যাপিছে জীবন !

২৯

বিমল প্রেমেতে বাহি জীবন-তরণী
যাইতে সে প্রেমময় সুখের সদন,
যথা হ'তে বহিতেছে প্রেমের তটিনী
বাসযোগ্য করি ভবে, দুঃখের কানন ;
তুষিতে নিকটে বসি দুঃখের সময়ে,
মুছিতে নয়ন-জল সজলনয়নে,
সুখে দুঃখে সমভাগ নিতে সুহৃদয়ে
দম্পতী আবদ্ধ যেই স্বর্গীয় বন্ধনে-

৩০

কে করিল অপবিত্র এ হেন বিবাহে,
ডবায়ে মানবগণে ধন লালসায় ?

কে বহায় অন্য পথে জীবন প্রবাহে,
প্রেমের পবিত্র পথ ছাড়িয়া হেলায় ?

৩১

হে আর্য্য-সন্ততি, এই সাজে কি তোমায়—
বালক বালিকা ল'য়ে এই ব্যবহার ?
স্বেচ্ছামত পরাইছ প্রণয়ের হার,
শৈশবে বালিকা যথা পুতলী খেলায় !

৩২

পাত্রাপাত্র না জানিয়া উদ্বাহ-বন্ধনে
জনমে সুতিক্ত ফল চির বিষময় ;
মিলন অবশ্যম্ভাবী হইবে কেমনে
ভিন্ন রুচিময় যবে মানব হৃদয় ?

৩৩

কোথায় প্রণয়, যদি না মিলিল মন ?
কোথায় জীবন ঐক্য, প্রণয় বিহনে ?
অনৈক্যে একত্র বাসে ঘোর বিড়ম্বন ;
ঘটে কি দাম্পত্যভাব বারি হুতাশনে ?

৩৪

আজন্ম নিরখি তোমা আবদ্ধ পিঞ্জরে
এ পরাণ, প্রিয় শশি, কাঁদে রে নিয়ত ;
মুক্ত করি দিয়ে তোমা আপনার করে
দেখাত আভাগা তোমা ভাল বাসে কত !

৩৫

চির অভ্যাসের হেও, যাহে দুঃখ জ্ঞান
হত না, সে বেড়ী হ'তে পেয়ে পরিত্রাণ

না জানি কতই সুখে হইতে মগন,
  পিঞ্জর ভাঙ্গিলে মুক্ত সারিকা যেমন!

৩৬

সুমধুর স্বাধীনতা-বায়ু করি ভর
  উড়িতে সুশিক্ষা বলে জ্ঞানের আকাশে;
সে নির্ম্মল স্বাধীনতা কিবা মনোহর—
  জীবন ভাসিত সুখ-অমৃতের রসে!

৩৭

আপনার পূর্ব্বদশা করিয়া স্মরণ
  জানিতে কোথায় ছিলে, আসিলে কোথায়
রয়েছে ভগিনীগণ যে দুরদশায়
  নিরখি নিশ্চয় তুমি করিতে রোদন।

৩৮

এরূপে না উঠাইতে আশার ভবন,
  ভাঙ্গিয়া পাড়িল ভূমে জনক তোমার,
সুবর্ণের লোভে তাঁর ভুলে গেল মন,
  তিনিই তোমার অরি, কি বলিব আর?

৩৯

অধীনতাপাশে দৃঢ় বাঁধিল তোমায়;
  যাবে বটে লোহা ছাড়ি পিঞ্জরে সোণার-
বনের পাখীতে জানে প্রভেদ কি তার,
  মানবে বুঝেনা তবু, কি কহিব হায়?

৪০

হৃদয় রতন মোর করিল হরণ
ছিড়িয়া হৃদয়-বৃন্ত, কে করে বারণ ?
এরূপে বিদারি কত প্রেমীর হৃদয়
প্রিয়ারে দারুণ কাল করিছে হরণ ;
কে পারে কালের হস্ত করিতে ধারণ ?
বিষাদে বিলাপে সেই অভাগা নিচয় ;
আমিও কাঁদিব বসি তাদের মতন।

৪১

এতই যতন মোর হইল বিফল,
শুকাইল আশালতা হইয়া প্রবল,
পশিল নিরাশা-বিষ চিত্তে অভাগার
"আকাশ কুসুম" ভাগ্যে ঘটিল এবার

৪২

চেতনা থাকিতে আমি ভুলিব কেমনে
ভুলিতে না পারি যারে গভীর নিদ্রায় ?
কেহ যেন সেই ছবি দেখায় স্বপনে,
কেমনে সে জনে আমি দিব হে বিদায় ?

৪৩

আর কেন মিছে, আশা, ছলিছ আমায় ?
বিদায় আশার সহ জীবনের সুখ !
এস, দুঃখ, অভাগারে না হও বিমুখ,
এসংসারে তোমা বিনা সবারে বিদায় !-

৪৪

কি দুঃখ ? ক দিন লোক জীয়ে এ ধরায় ?
অচিরে পরমধামে মিলিব দুজন,
করিছে অভাগা শেষ প্রেম-সম্ভাষণ—
প্রিয় 'শশি,' এই শেষ—বিদায়—বিদায় !

৪৫

কোথা যাও, বিভাবরি, যেও না গো আর,
তুমিও কি নিরদয় অভাগার প্রতি ?
এস তারে ঢেকে রাখ, চির অন্ধকার,
আলোক দেখিতে আর নাহিক শকতি !

৪৬

অথবা এ অনুরোধ কেন অকারণে?
তুমি কি আমার দুঃখে হবে বিষাদিত,
নহে দূর, যবে তুমি হেরিবে রমণে ;
মোর 'শশী' রাহুগ্রাসে চির অস্তমিত !

সম্পূর্ণ।

পরিশিষ্ট।

কএকটী ক্ষুদ্র কবিতা।

"বউ, কথা কও"

"বড়ই কৌতুক, পাখি, জনমে এ মনে,
নর নারী-রঙ্গ কিহে বিহঙ্গিনী করে ?"
মধুসূদন দত্ত। কবিতাবলি।

১

কাননে নগরে কিম্বা পর্ব্বত শিখরে
যথা যাই তথা আমি শুনি অনুক্ষণ
বিষাদে কহিছ, পাখি, সকরুণ স্বরে
"বউ, কথা কও" এই বিনতি বচন।

২

গত বর্ষ করেছিলে এরূপ রোদন ;
আজি ও বিষাদে মজি কাঁদিছ তেমতি ;
কভু কি হবে না তব দুঃখ বিমোচন ?
এ চির বিরহে কি হে নাহি অব্যাহতি ?

৩

বসন্তের সহ তুমি ফিরিলে আবার ;
বিহঙ্গের সুসঙ্গীত উথলিল বনে ;
হাসিছে কুসুম ; হাসি মুখে সবাকার ;
এক ভাবে তুমি মাত্র রহেছ রোদনে !

৪

অন্বেষিয়া প্রেয়সীরে দেশ দেশান্তরে
পেয়েছ কি তারে হেথা এত দিন পরে ?
সতত ডাকিছ তুমি হইয়া কাতর,
কিন্তু কভু সে তোমারে না দেয় উত্তর !

৫

পূর্ব্ব জন্মে ছিলে কিহে কুলীন ব্রাহ্মণ,
করেছিলে অবলারে চরণে দলন?
দ্বিজরূপে প্রায়শ্চিত্ত সাধিছ কি তার,
"বউ, কথা কও" কথা জপি অনিবার ?
প্রতিধ্বনি সেই কথা ঘোষিছে অম্বরে
ডুবায়ে ভাবুক জনে ভাবের সাগরে।
তব প্রতি বাম কিহে বামা বিহঙ্গিনী ?
না শুনিবে এ জনমে বামা কণ্ঠ ধ্বনি !

-০:৹:০-

পৌর্ণমাসীর সুপ্রভাত।

প্রভাতের চারু তারা ওই গিরিশিরে
আসি কি কহিল চুপে যামিনীর কাণে ;
সহসা ভাঙ্গিল আহা নৈশ রঙ্গভূমি,
নীরবিল তারাদলে সঙ্গীত লহরী।
আসিছেন উষা রাণী লয়ে দিনকরে
শুনি এ বারতা শশী পশিলা তরাসে
গভীর নিরবলম্ব পশ্চিম সাগরে।
চাঁদেরে রাখিতে যেন কাদিয়া বিষাদে
ধুইলা উষার পদ নিশা অশ্রুজলে।

অরুণ-জননী ঊষা সুচারু হাসিনী
উজলি উদয়াচল রূপের ছটায়
পূর্ব্বাশার দ্বার খুলি সুলোহিত করে
তুলি সূর্য্যে আরোপিলা হেম ব্যোমযানে
আরক্ত পূরব দিক ঊষার আলোকে।
সে অতুল রূপ রাশি করি নিরীক্ষণ
চমকি চাহিলা হাসি প্রকৃতি রূপসী।
কুমুদ মুদিল আঁখি; হাসিছে নলিনী
হেরি নিজ মুখবিম্ব সলিল দর্পণে!
অলির বাড়িল রঙ্গ; বহিল অনিল
কমলের শ্বাস সম; মন কুতূহলে
গাইল বিহগ দল কল কল রবে।
মেলিল সহস্র চক্ষু পুষ্প তরু গণ
পুলকে পূরিত যেন; কোকিল কাকলী
পূরিল নিকুঞ্জ রাজি; বাহিরিলা ধীরে
স্বর্ণ-চক্র-রথে রবি, আবরি অম্বরে
নয়ন-রঞ্জন তপ্ত তরল কাঞ্চনে।

ধন দেবী।*

১

কি হেও ভজিছে তোমা মজি চিরকাল
বিষয়-বিমুগ্ধ নর এ ভব সংসারে?
কে পারে বুঝিতে, দেবি, ভব মায়াজাল?
কায়মন কৃতজন সঁপিছে তোমারে!

---

* এই কবিতাটী ১৮৭২ সালে "বিভাকর" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

২

খেলিছে ঘটনা-সিন্ধু কালের হিল্লোলে,
সে সমুদ্রে ক্ষুদ্র ঢেউ মানবজীবন,
নিমেষে উত্থিত হ'য়ে নিমেষ আন্দোলে,
অনন্ত সলিলে শেষে হয় অদর্শন !

৩

এমন জীবন সহ মিত্রতা তোমার,
ক্ষণিকা তোমার প্রভা বিদ্যুতের প্রায় ;
যে নিকুঞ্জে প্রাণ-পিক করিছে বিহার,
কুসুমে, বসন্ত হ'য়ে, সাজাও তাহায় ।

৪

পার তুমি নরগণে করিতে উদ্ধার
সামান্য দরিদ্রতার কূপে যদি পড়ে
উতরিতে ভব-সিন্ধু কি শক্তি তোমার ?
তড়াগের ক্ষুদ্র তরী কি করে সাগরে ?

৫

ধনে কি কিনিতে পারে ধর্ম্মের সোপান ?
মানসে নিবসে পুণ্য, ধনে কভু নয় ;
কে কবে লভেছে পুণ্য করিয়াই দান
পর দুঃখে স্বতঃ যদি না গলে হৃদয় ?

৬

মোহে কি সে আঁখি, আহা ইঙ্গিতে যাঁহার
ভূত-সিন্ধু উথলিছে কাল-প্রভঞ্জনে,—

মোহে কি মোহিনী মূর্ত্তি হেরিয়ে তোমার ?
নহে তা মানবনেত্র, বিকৃত দর্শনে !

৭

রঞ্জিত শরীর তব পূর্ণ মঞ্জিমায় ;
নূপুর স্বরব তব করিয়া শ্রবণ
হেন মহোদয় আহা আছে কি ধরায়
অধীরে চমকি নাহি উঠে যার মন ?

৮

আগে আগে যায় লোভ সাজাইয়া পথ,
ধীরে ধীরে পদ তুমি কর লো ক্ষেপণ ;
বন্দিগণ তব গুণ গায় অবিরত ;
যক্ষ নাকি তব ধন রাখে অনুক্ষণ !

৯

অদূরে মধুর স্বরে গহন কাননে
বাজায় নিষাদ যবে প্রলোভ বাঁশরী
চমকে হরিণকুল সতৃষ্ণ নয়নে,
তীক্ষ্ণ শরে বিদ্ধ হয়ে মরে ধরা পড়ি !

১০

তেমতি শোভন তব লোভের ছলনে
কত শত নব যুবা প্রমত্তের প্রায়
ঝাঁপ দিল মরু মাঝে সুখ অন্বেষণে,
হারাইয়া হিতজ্ঞান ধনের তৃষায় !

১১

ধন লোভে কি না করে তৃষিত যে জন—
চৌর্য্য হিংসা পরপীড়া, মিথ্যা প্রবঞ্চনা ?

ক্ষণ সুখ আশে দুঃখ সহে অনুক্ষণ,
ভোগে ইহ পরলোকে অশেষ যাতনা।

১২

অসার মানবমন, মধু-মগ্ন অলি—
ভাসায়ে স্বর্গের চিন্তা বিস্মৃতির জলে,
অনন্ত সুখের আশা দিয়ে জলাঞ্জলি
ঐহিক ক্ষণিক সুখে মিশে অবহেলে।

১৩

হে দেবি, এ ভব ভূমি তব রঙ্গ স্থল,
ধনের প্রভুত্ব যথা অনন্ত শকতি,
লোভের বড়িশে যথা কর কুতূহল,
পরিণামে করি নরে অশেষ দুর্গতি।

১৪

কপটতা হিংসা দ্বেষে পূর্ণ যেই জন
সতত নিরত যেই পরের পীড়নে,
সে জন তোমার প্রিয় প্রণয়ভাজন;
সহজে না যাও তুমি সুজন সদনে।

১৫

জ্ঞানী তব পদাম্বুজে পূজে কি কখন?
পথের সহায় তুমি, এই মাত্র জানে;
ভাবে ঈশে, তোমা ভাবে কৃপণ যেমন;
তাই কি কুটিল নেত্রে চাহ তার পানে?

১৬

ফের তুমি, হে চপলে, প্রাসাদে প্রাসাদে
কোন স্থানে সাধ তব মিটে না কখন ;
কত ধনী চরিতার্থ তব এ প্রসাদে ;
সৌভাগ্যের সহ তব সৌহার্দ্য এমন !

১৭

ধন-গৃহে রহে চিন্তা তব অনুচরী ;
জানে সবে রত্নাকর তব রত্নাগার,
তবে কেন ঘরে ঘরে ফের লো সুন্দরি,
কৃত্রিম শান্তিতে করি প্রণয় বিস্তার !

১৮

সুমেরুর স্বর্ণময় বিজন কন্দরে
পদ্মরাগ আভা যথা প্রভাত সময়
বিকাশেন দিননাথ উজলি অম্বরে,
সেই কি হীরকময় তোমার আলয় ?

২০

অন্য হ'তে প্রাপ্ত নহে নিজধনজাল
বলিবে অবনীতলে কে আছে এমন ?'
কত জন-ভোগে তাহা ছিল কত কাল,
চির দিন এক স্থানে না রহে কখন।

২১

করিতে সুখের সৃষ্টি কি সাধ্য তোমার !
বাড়াইতে পার, সুখ থাকে যবে মনে ;

পার কিহে জ্বালাইতে নির্ব্বাণ অঙ্গার ?
জানি হে ইন্ধনপ্রায় তুমি হুতাশনে !

২২

রোগের পীড়নে যবে কণ্ঠাগত প্রাণ,
দেয় কি সুখের লেশ কুবের-ভাণ্ডার ?
স্বাস্থ্যকালে যেই ভোগ অমৃত সমান
করে তাহা রুগ্ন দেহে বিষের সঞ্চার।

২৩

নিশার স্বপন, দেবি, তব সব খেলা,
জলবিম্বাকার তব পার্থিব বিভব ;
যাবে প্রাণ অস্তাচলে, বাড়িতেছে বেলা ;
কোথা তরী তরিবারে ভীম ভবার্ণব !

২৪

"কেন হে বসুধাবাসী মানব নিকর,
ধনের আপাতরম্য রূপে মুগ্ধ মন,
পার্থিব সুখের পথে ব্যগ্র নিরন্তর,
দূরে দৃষ্টি ক্ষেপিতে দুর্ব্বল অনুক্ষণ ?

২৫

"সুদূরে অনন্ত সুখ ভাবি দেখ মনে ;
কি ছার ধরার সুখ ব্যাপিছে অন্তরে,
সমীপস্থ পৃথিবীর তুচ্ছ আকর্ষণে
চাপিয়া রেখেছে নরে ক্ষুদ্র ধরা পরে;

রবির যে আকর্ষণে এ সৌর জগৎ
ঝুলিছে নিরবলম্ব অম্বর মাঝারে,
সুদূর বলিয়া তাহা, যদিও মহৎ,
সূর্য্যলোকে জীবগণে উঠাইতে নারে।

২৬

"নশ্বর সুখের হেও ধনের সেবায়
অমর আত্মায় কেন দাও উপহার ?
কি ভয় জীবিকা হেও আছে এ ধরায় ?
কোঁন পরিশ্রমী, কহ, আছে অনাহার ?

২৭

"হায় রে, জানিনে সবে এ অবহেলায়
হ'তেছে কণ্টকাকীর্ণ ধর্ম্মের সুপথ ;
সম্মুখে বিষয় সুখ পেয়ে ব্যগ্রতায়
গ্রাসিছি, না চেয়ে পরে আছে কি বিপৎ !

২৮

"উঠিল জীবন-রবি মধ্যাহ্ন গগনে,
করিবে ধর্ম্মের পথ কবে পরিষ্কার ?
তা না হ'লে স্বর্গ রাজ্যে যাইবে কেমনে ?
অনন্ত সুখের হবে রুদ্ধ প্রতিহার !"

শমনের হিতকারিতা।*

অশুভ ভাবিয়া তোমা কেন, হে শমন,
মানব ত্রাসিত সদা অবনী মাঝারে ;
নাশিতে জীবের দুখ, শিবের কারণ,
করুণা-নিধান প্রভু সৃজিলা তোমারে।

১

অসীম সৃষ্টির মাঝে স্থিত ধরাতল,
মুক্ত তাহে একমাত্র মৃত্যুর দুয়ার ;
সে দ্বার রক্ষণে তুমি সক্ষম কেবল ;
অখিল ব্রহ্মাণ্ড মাঝে তব অধিকার।

২

স্বর্গ মর্ত্ত্য মধ্যস্থলে, তুমি, মহাবীর,
দাঁড়ায়ে হিমাদ্রি শৃঙ্গ জিনি কলেবরে,
অধঃলোক হ'তে লোকে করিয়া বাহির
উঠাইছ উর্দ্ধে কিম্বা নিক্ষেপিছ দূরে।

৩

রোগ আদি অস্ত্রে তুমি শাস এ ধরায়,
হেরি তব কাল দণ্ড অতি ভয়ঙ্কর ;
পঞ্চভূত পঞ্চদিকে পলাইয়া যায়,
ধরা পড়ি জীব আত্মা কাঁপে থর থর।

৪

কর্ত্তব্য সাধনে পরাজিলে ভৃগুবীরে—
শোকার্ত্তা মাতার শুনি উচ্চ বিলপন

---

* ইহা ১৮৭২ সালে "বিভাকর" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

পতিপ্রাণা যুবতীর নয়নের নীরে,
কৃতান্ত, হৃদয় তব দ্রবে কি কখন ?

৫

কত জন কত ভাবে আছে এ ধরায়,
সতত দহিছে কেহ দুঃখের অনলে ;
কাঁদিছে কাতরে কেহ রোগ যাতনায়,
কতজন রুদ্ধ-শ্বাস শোক সিন্ধু জলে।

৬

তুমি না হইতে যদি সদয় অন্তর,
দহিত সবারে সদা দুঃখের অনল ;
হইয়া পরম গুরু ধরার উপর
দেখাইছ নরে ঈশ-চরণ-কমল।

৭

হইত অনন্ত দুঃখ পাপ আচরণে,
শান্তি ধর্ম্ম বিনষ্ট হইত ধরাতলে ;
যম ভয় দমিত না মানবের মনে,
কভু কি ডরিত লোক নরক অনলে ?

৮

মানব-জীবন রূপ ক্ষুদ্র সরোবর
উতরিতে কত ক্লেশে কাঁদিছে মানব,
না জানি কেমনে, হায় হইলে অমর,
যাপিত অনন্তকাল—অনন্ত অর্ণব !

৯

সুখের না হ'লে অন্ত কে জানে কি সুখ
সুখে দুঃখে মানবের হোত সমজ্ঞান;

জীবনের সুখে লোক হইত বিমুখ,—
রজনী বিহনে কোথা দিনের সম্মান ?

১০

কেন, বৃদ্ধবর, জরাজীর্ণ-কলেবর,
কেন ইচ্ছা বাঁচিবারে তব অনিবার ?
কেমনে অনন্ত কাল, হইলে অমর,
যাপিতে ? কি সুখ কহ বাঁচিয়া তোমার ?

১১

কেন অয়ি শোকাকুলা দুঃখিনী জননি,
প্রিয়তম পুত্র শোকে কেন বিচেতনা ?
জান না শান্তির কোলে তব হৃদমণি,
তব কোলে সহিত সে সংসার যাতনা।

১২

পতি-শোক-ম্লানমুখী নবীন-যৌবনে,
বাষ্পপূর্ণ আঁখি তব কেন নিরন্তরে ?
পতি মূর্ত্তি ব্যাপিয়া রাখিত তব মনে,
অণুমাত্র স্থান হৃদে না দিলে ঈশ্বরে।

১৩

বিসর্জ্জিলে জগদীশে প্রাণেশ-সেবায়,
সে হেতু পতিরে তব হরিল শমন ;
ঈশের চরণাশ্রয়ে রাখ হে আত্মায়,
পুনঃ সে প্রাণেশ সহ হইবে মিলন।

কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্তের পরলোক প্রাপ্তি শুনিয়া । *

গেলে চলি, কবিবর শ্রীমধুসূদন,
ভাসাইয়া ভারতেরে শোকের সাগরে,
আঁধারি বঙ্গের কাব্য-কুসুম-কানন ;
বঙ্গভূমি "মধুহীন" এতদিন পরে !

গাঁথিলে নূতন মালা করিয়া যতন,
চির জন্মে বঙ্গমাতা পরিবেন গলে ;
তোমায় ভূষিতে তাঁর কি ছিল এমন ?
শোধিবেন সেই ধার এবে অশ্রুজলে ।

অসম সাহসে একা করিয়া নির্ভর
বঙ্গভাষারূপসিন্ধু করিলে মন্থন,
অপূর্ব্ব অমৃত তাহে আমিত্র অক্ষর
উঠিল, করিয়া পান মুগ্ধ বঙ্গজন !

৩

"ডুব দিয়া আর বার ভারত সাগরে
তুলিলে হে তিলোত্তমা-মুকুতা" যৌবনে ;
রূপে বিমোহিত বিশ্ব ; দুই সহোদরে
বাঁধিল তুমুল রণ ; মজিল দুজনে !

---

* ১২৭৩ সালে লিখিত ।

৪

"গম্ভীরে বাজায়ে বীণা গাইলে আবার"
কেমনে নাশিলা শূর সৌমিত্রি কেশরী
"দেব দৈত্য নরাতঙ্ক রক্ষেন্দ্র-কুমার";
কাঁপিল কনক লঙ্কা থর থর করি!

৫

ভীষণ সমর বাদ্য, সেনার গর্জ্জন,
শুনাইলে বঙ্গ ভূমে, করি প্রতিধ্বনি
মাতাইয়া বীর রসে বাঙ্গালীর মন;
প্রবাহিল উষ্ণ রক্ত, নাচিল ধমনী!

৬

ব্রজাঙ্গনে! কেন আর, বিফল রোদনে?
গেছে মধু, কে শুনিবে হাহাকার তব?*
কে আর প্রবোধে তোমা কহি সযতনে
"আইল বসন্ত যদি আসিবে মাধব"?

৭

মিত্রাক্ষর-অবরোধে বঙ্গের ভারতী
গাইতেন ক্ষীণ কণ্ঠে নিতান্ত বিকল;
হে মধু, তুমিই তাঁর ঘুচালে দুর্গতি,
চির রুদ্ধ কোকিলার কাটিলে শিকল।

---

* "কল্পনা দূতীর সাথে ভ্রমি ব্রজ ধামে
শুনিল যে গোপিনীর হাহাকরে ধ্বনি।"
চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী।

৮

অশ্রুজলে ভাসি দেবী চুম্বি তব শির
দিলেন অমর-বর তোমায় যতনে—
পেয়ে তাহা পশিলে হে যশের মন্দির
পরাজিয়া "ভবদম দুরন্ত শমনে"।

৯

কবিগুরু বাল্মীকির সহিত মিলন
হইল, মনের সাধ পূরিল তোমার ;
হারাইয়া তোমা হেন অমূল্য রতন
এ দুঃখিনী বঙ্গভূমি করে হাহাকার।

১০

অকালে দারুণ কাল হরিল তোমায়,
স্মরিলে বাড়িছে মনে শোকের আগুন ;
সম্মুখে পাইয়া রত্ন ঠেলিনু হেলায়,
তেঁই বঙ্গে অনুতাপ হয়েছে দ্বিগুণ !

১১

সেই দিন সেই "মধু" কেহ নাহি আর,
অস্তমিত আজি বঙ্গ-কবি-কুল-রবি ;
ঈশ্বর শান্তিতে আত্মা রাখুন তাঁহার!
জাগিবে বঙ্গের মনে চির "মধু" ছবি।

পিতৃ বিয়োগে।*

১

সহসা সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিল আমার,
সেই সুখ, সেই স্নেহ, পাইল বিলয় ;
সেই প্রেমময় মুখ দেখিব না আর,
বিগত স্বপন, শোকে পূরিল হৃদয় !

২

"ফেলিয়ে সন্তানে ভব-অরণ্য মাঝারে
হা তাত ! কেমনে তুমি করিলে গমন !
গরজিছে হিংস্রকুল ; ব্যাকুল অন্তরে
মুদি আঁখি কার কোলে লইব শরণ ?

৩

"পঞ্চ ক্রোশ দূরে তুমি যাইতে যখন †
নমি শিরে পদ ধূলি করেছি ধারণ,
এবার জন্মের মত হইলে বিদায়,
শেষ বেলা একবার না দেখিনু হায় !

৪

"অকস্মাৎ ছাড়ি গেলে তনয়ে আপন
ভুলি চির জীবনের মমতা আদর ;

---

* ১৮৭৪ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর মাসে এই ঘটনা হয়। লিখকের মাতার স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ প্রস্তর খোদিত শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

"মহাবিষুবসংক্রান্তৌ পঞ্চম্যাং শুক্লকে তিথৌ।
রবিজস্যাং দ্বাদশাতীতে অষ্টাদশ শতে শকে॥
গতানন্দময়ী মোক্ষং কাশীশ্বর নিকেতনে।
দ্বিসপ্ততিতমে বর্ষে শোচ্যা পঞ্চপ্রসূতিভিঃ॥"

† পল্লীগ্রামস্থ বাটী হইতে নগর ১০ মাইল ব্যবধান।

এতই শিথিল কিহে স্নেহের বন্ধন ?
অনিত্য সংসার, মায়া আশুবিনশ্বর !”

৫

হে বসুধে, যারে তুমি মাতৃস্নেহভরে
পোষিলে চৌষট্টি বর্ষ কোলেতে আপন
প্রদক্ষিণি দিনকরে, এতদিন পরে *
অনন্ত শয়নে তাঁর মুদিত নয়ন।
ভূতপিণ্ডে তব ঋণ শোধিয়া সময়ে†
গিয়াছে স্বর্গীয় আত্মা ত্রিদশ আলয়ে।

৬

নিজ পুণ্যে স্বর্গে যিনি করিলা গমন
অনুচিত তাঁর তরে অশ্রু বরিষণ ;
তথাপি এ মুগ্ধ মন নিতান্ত দুর্ব্বল
গুরু-শোক-বজ্রাঘাতে কাঁদিয়া বিকল !

---

* পৃথিবী সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিলে এক বৎসরকাল হয়।
† পঞ্চভূত নির্ম্মিত পার্থিব দেহ পৃথিবীতেই রহিল।
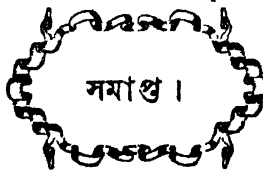
বিজ্ঞাপন।

IMPORTANT TO ALL LOVERS OF BENGALI LITERATURE.

রঘুবংশ।

(শ্রীনবীনচন্দ্র দাস, এম, এ, কর্ত্তৃক বাঙ্গালা পদ্যে অবিকল অনুবাদ।)

প্রথম ভাগ (১—৮ সর্গ) দিলীপ, রঘু ও অজের উপাখ্যান।
মূল্য ॥৵০ আনা।

দ্বিতীয় ভাগ (৯—১৫ সর্গ) দশরথ ও রাম। মূল্য ১৲ টাকা।

তৃতীয় ভাগ (১৬—১৯ সর্গ) গ্রন্থ সমাপ্ত, কুশ হইতে অগ্নিবর্ণ পর্য্যন্ত রাজগণের বিবরণ। মূল্য ।৵০ আনা।

৩ খণ্ড একত্রে, কাপড়ের বাঁধাই, স্বর্ণাক্ষরযুক্ত। ২৲ টাকা।

কালিদাসের অমৃতময়ী লেখনী-প্রসূত সীতার বনবাস ও রামের স্বর্গারোহণ পাঠে আর্য্য-সন্তান মাত্রেরই হৃদয় শোকে অভিভূত হইবে।

RAGHU VAMSA.

(IN BENGALI VERSE.)

COMPLETE IN 3 PARTS.

BY

NOBIN CHANDRA DAS, M.A.

OF THE BENGAL PROVINCIAL SERVICE.

OPINIONS OF EMINENT PERSONS.

R. T. Griffith, Esq., M.A., C.I.E., translator of Rámáyana, Rig and Sam Vedas, late Principal of the Benares College, writes:—

"I am sure that your work will be welcomed by all who read it as a most valuable addition to Bengali poetic literature."

Kotágiri, *Nilgiri*, 21-1-95.

The Hon'ble Gooroo Das Banerjee, Judge of High Court, observed:—"...... I find that the translation is as faithful to the original as it is elegant and mellifluous."—*Calcutta, 17th January*, 1895.

The Hon'ble Mr. R. C. Dutt, C.S., C.I.E., writes:—"I recognized with pleasure the beauty of your style and the success of your undertaking. Your style is not only graceful and poetic but at the same time simple and easy, and herein lies the great merit of your performance......I hope your translations will be considered standard works."

Professor Krishna Kamal Bhattáchárje, writes :—" I fully agree with the very favourable and eulogistic criticism that has been justly and deservedly elicited by your translation in every quarter. Your attempt to exhibit Kali Das in the garb of Bengali verse does credit to you, and must be pronounced successful. Translations in Bengali verse are generally unreadable : they are either unfaithful or crabbed in language. You have steered clear of both the dangers and have presented to the Bengali literature an excellent book of verse—of good, choice, readable and pleasing verse. This is a feat worthy of praise."—*13th April*, 1895.

The Hon'ble Dr. Rash Behary Ghose, Member of the Viceroy's Council, remarked :—" The translation has been well done and I have no hesitation in saying that you have rendered permanent service to the cause of Bengali literature."—*27th May*, 1892.

Mr. Satyendra Nath Tagore, C.S., Judge of Sholapur, Bombay, observed :—" The translation is excellent, the verses are sweet and easy, and the sense and beauty of the original are well preserved."—*4th June*, 1892.

Mr. Barada Charan Mitter, M.A., C.S., writes :—" It will be a permanent addition to Bengali literature. Your rendering is as chaste as it is accurate, and will be very welcome to readers ignorant of Sanskrit, but desirous of enjoying the beauties of Kali Dasa's poetry......Aja Bilap (canto 8) has really been very well rendered. Some of the stanzas are extremely pretty."

Babu Radha Nath Rai, Inspector of Schools, Orissa Division, remarked :—" The language is easy, graceful and flowing,.....the translator has brought to the task not only a thorough mastery of the Bengali tongue but also poetical gifts of a high order."—*15th June*, 1892.

Babu Akhil Chandra Sen, M.A., B.L., Vakil, Calcutta High Court, writes :—" I was really charmed with the book. It reads like an original and the sweet flow of the metre and the splendour of language will, I have no doubt, secure it a very high place in the literature of our country."

Babu Satis Chandra Vidyabhusan, M.A., Professor of Sanskrit, Krishnagar College, writes :—" Nobin Babu has presented the literary public with a very exquisite translation of Kali Dasa's Raghuvansa. While he has translated the slokas literally into Bengali verse, the beauty of the original has been fully preserved. The style is simple and elegant. The work may be selected as a suitable text-book for those candidates in the F. A. and Entrance Examinations who take up Bengali as their second language."—*12th January*, 1895.

Babu Nilkantha Mazumdar, Offg. Principal, Krishnagar College, writes : —" It gives me great pleasure to bear a willing

testimony to the success with which your efforts have been crowned. Yours was a most difficult task. All good poets are untranslatable. But you have achieved an amount of success which has agreeably surprised me. Your translation is both literal and free, and what is more, you have to a great extent preserved the *spirit* of the original." *15th August*, 1895.

Babu Nabin Chandra Sen, author of the "Battle of Plassey" "Kuru Kshetra," &c., writes:—"The translation *per se* is superb. You have by it laid the whole Bengali non-Sanskrit-knowing public, under deep obligation. The translation is so literal and at the same time so good, that in places it is nearly as good as the original. The imageries and the poetry of that great master of Sanskrit poetry have been wonderfully preserved. Indeed, it is impossible to speak of the translation too highly, displaying as it does, not only the mechanical hand of a translator, but that of a poet also."—*Calcutta, 13th May*, 1895.

OPINIONS OF THE PRESS.

"It is an excellent production and reflects great credit on the author, who has admirably succeeded in maintaining the beauty of the original in a true and literal translation of the great work of Káli Dása. The style is at once chaste, easy and graceful. The high sense of duty under which King Dilipa was ready to offer himself as a victim to the lion to save the life of Nandini, the divine cow, entrusted to his charge by the sage, Basistha, the munificence and heroism of Raghu and the civil virtues of Aja, and his love and sorrows for his fair consort, Indumati, whom he lost in the very bloom of her youth, depicted in such vivid colours by the inimitable pen of Káli Dása, have been faithfully reproduced in Bengali, in the book before us. The 4th canto, describing the conquests of Raghu, and the 6th canto, with a charming account of the princes, assembled at the *Swayamvara Sabhá* of Indumati, in the capital of Bhoje Rájá, though rich in imagery, are full of interest to the reader as giving an idea of the geography and history of the times as known to Káli Dása and his contemporaries. The work, when completed, will undoubtedly be a valuable addition to Bengali literature."—"*The Statesman*," *7th and 22nd June*, 1892.

"......The translator, while literally rendering the Slokas has preserved, as far as can be, the beauty of the original, and the language is easy and elegant."—"*The Englishman*," *23rd February*, 1892.

Nobin Babu's book is a literal translation in Bengali verse of the greatest work of our immortal bard in a style which is at once easy, lucid and flowing. It has been freely urged by the anti-Bengali party that there are very few readable books in the field of Bengali literature. Nobin Babu's book, we are assured, will to a certain extent, remove the want......It is a source of pleasure to

find that in a translation, which is at once so easy and literal, the beauty of the original has been so well kept up......we strongly draw the attention of the Education authorities to the book, which is undoubtedly fit to be a text-book in University Examinations."— "*Amrita Bazar Patrika*," 26-1-92.

"In our review of the first part we observed that Nobin Babu had a strong command over the Bengali language and possessed poetical gifts of a high order. It was qualities such as those which enabled him in preserving the thought, sentiment and beauty of description of the original in his translations in the present or in the first part. Indeed, in some respects the second part is an improvement over the first. Nobin Babu has inserted fuller notes in part second, explaining all the allusions and difficult ideas in the text, and has also given extracts from Mr. Griffith's translations in cantos xii, xiv and xv, thereby making easier for the ordinary reader, the immortal writings of our greatest Sanskrit bard. The style is simple, elegant and flowing."—"*Amrita Bazar Patrika*," *6th April*, 1895.

A Bengali translation in verse of the first eight cantos of Raghu Vansa, by Babu Nobin Chandra Das, reflects great credit upon the writer......There is no doubt that he has succeeded to a great extent in giving us not only a metrical version of Raghu Vansa, but also a fair idea of the thought, sentiment and beauty of description that are to be found in the works of Káli Dása. The book will form an excellent addition to the text-books for the higher examinations in Bengali."—"*Hope*," *28th February*, 1892.

The translation of Raghu Vansa into Bengali verse by Babu Nobin Chandra Das, M.A., of the Subordinate Executive service, is a new departure in Bengali literature and one that deserves to be encouraged. The translation is really well done, and we commerd it to all lovers of Bengali literature."—"*Indian Nation*," *25th January*, 1892.

This is an admirable translation of the great work of Káli Dása and supplies what was hitherto a real want in Bengali literature. We are glad to find the author in his attempt to popularise the works of the great Sanskrit poet, has not only succeeded in preserving the beauty of the original as far as it could be, but has made the translation easy and intelligible to the ordinary Bengali reader. The language is at once simple, elegant and forcible. We want to see the second part of the work published as soon as possible."—*The* "*Indian Mirror*," *5th August*, 1892.

"The translation is being made with admirable fidelity to the original, and in language quite in keeping with its dignity. Babu Nobin Chandra Das's translation, when completed, will take its place in the forefront of the vernacular literature of Bengal."—*The* "*Indian Mirror*," *March 30th*, 1895.

Mahámahopádhyáya Mahesh Chandra Nyáratna, C. I. E., writes :—আপনার গ্রন্থে লালিত্য, সরলতা প্রভৃতি কয়েকটী গুণ বিলক্ষণ দৃষ্ট হয়, ইহা পাঠ করিলে, অনুবাদ বলিয়া বোধ হয় না, যেন একটী নূতন পদ্য কাব্য রচনা করিয়াছেন, অথচ রঘুবংশের ভাব প্রায় সমুদায়ই ইহাতে রক্ষিত হইয়াছে।... দ্বিতীয় খণ্ডে টীকা দিয়া সাধারণের পড়িবার বিশেষ সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। সংস্কৃতানভিজ্ঞ ব্যক্তির মূল রঘুবংশের অভিপ্রায় জানিবার এবং অল্পসংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তির রঘুবংশ পাঠের একটী উৎকৃষ্ট উপায় করিয়া দিয়াছেন। আপনাকে আশীর্ব্বাদ করি, আপনি এই রূপ কাব্য রচনা করিয়া বঙ্গভাষার উন্নতি সাধন করুন। (মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন সি, আই, ই। কাশীধাম ৫ই মে, ১৮৯৫।)

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত মধুসূদন স্মৃতিরত্ন লিখিয়াছেন—"আপনি মহাকাব্য রঘুবংশের পদ্যে অনুবাদ করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছেন সন্দেহ নাই। এ রূপ প্রাঞ্জল অথচ সুললিত সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর অনুবাদ বিশেষ গৌরবের বস্তু। অনুবাদে মূলগ্রন্থের ভাব যথাযথ রক্ষিত হইয়াছে।" কলিকাতা সংস্কৃত কালেজ, ৩রা জৈষ্ঠ, ১৩০২।

সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেন;—"আপনার অনুবাদ দুই খণ্ডই আদ্যোপান্ত পড়িলাম, তৃতীয় খণ্ড পড়িবার জন্য উৎসুক রহিলাম, আপনার অনুবাদ কি সুন্দরই হইয়াছে! পড়িয়া যে কত আনন্দ লাভ করিয়াছি লিখিয়া প্রকাশ করিতে পারি না। আপনার ভাষা প্রসাদ-গুণ-সম্পন্ন ও সুললিত; আর কালিদাসের ভাবও প্রায় অবিকল প্রকাশ করিয়াছেন দেখিয়া বাস্তবিকই বিস্মিত হইয়াছি। সুকবির হাতে না হইলে কাব্যের এ রূপ অনুবাদ কখনই সম্ভবে না। আপনি কালিদাসের রঘুবংশ বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া আমাদের সাহিত্যের পুষ্টি সাধন করিয়াছেন, সন্দেহ নাই।" কলিকাতা, ২৬শে নবেম্বর, ১৮৯৫।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার লিখিয়াছেন;

"সুখের বিষয়, আপনি বাঙ্গালা ভাষায় মহাকবির ভাব প্রকাশ করার বিষয়ে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছেন। আপনি বাঙ্গালা ভাষার অঙ্গে যে উজ্জ্বল অলঙ্কার পরাইলেন, তজ্জন্য বঙ্গবাসী আপনার

নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে।” কলিকাতা, সংস্কৃত কলেজ। ৩১।৭।৯৫।

কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিয়াছেন,—সংস্কৃত কাব্যের এ রূপ প্রাঞ্জল এবং সুন্দর অনুবাদ দুর্লভ, আপনার অনুবাদে মূল গ্রন্থের ভাব সৌন্দর্য্য যথাসম্ভব রক্ষিত হইয়াছে।”

৺কবিবর রাজকৃষ্ণ রায়—“আপনি বাঙ্গালা ভাষাকে যত্ন করিয়া একটী অত্যুজ্জ্বল অনুবাদ রত্ন প্রদান করিলেন, অতএব আপনি আমাদের সকলেরই বিশেষ ধন্যবাদার্হ। আমি আশা করি আপনি এই রূপ সরল সুন্দর বাঙ্গালা পদ্যে সমস্ত রঘুবংশ খানি অনুবাদ করিবেন।” ৬ই আশ্বিন, ১২৯৯।

প্রেসিডেন্সি কলেজের সহকারী সংস্কৃতাধ্যাপক শ্রীহরিশচন্দ্র কবিরত্ন লিখিয়াছেন;—“অদ্য আপনার এই পদ্যানুবাদ দেখিয়া আমি পরম প্রীতি লাভ করিলাম, ইহার ভাষা অতি প্রাঞ্জল এবং রচনা প্রণালি ও কবিত্ব-বোধিনী হইয়াছে। কালিদাসের ভাব গুলি প্রকাশ করিতে আপনি বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছেন, এবং অনেক স্থলেও কৃতকার্য্য হইয়াছেন, ফলতঃ কোন ভাষা ভাষান্তরে পরিবর্ত্তিত করিলে, পূর্ব্বভাষার ভাব গুলি পর ভাষায় সম্পূর্ণ প্রকাশ করা নিতান্ত কঠিন, স্থল বিশেষে অসম্ভব বলিলেও চলে, কিন্তু সুখের বিষয় আপনি অনেক স্থলেই মূল ভাব গুলি অবিকল কবিতাবদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।” কলিকাতা, ১৮ই এপ্রেল, ১৮৯৫।

শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু গুহ, বি, এল, (Vakil, Mymensing,) লিখিয়াছেন—“আপনি বাস্তবিকই বঙ্গ ভাষায় একটী নূতন রত্ন সংযোগ করিয়াছেন। আমাদিগের পরবর্ত্তিগণ এই রত্নের মূল্য বুঝিবে এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাহার উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি হইবে। আপনার অনুবাদের কোন কোন অংশ আমি মূলের সহিত মিলাইয়াছি; মূল অক্ষুণ্ণ রাখিয়া অনুবাদে এই প্রকার সৌন্দর্য্য বিকীর্ণ করা সামান্য ক্ষমতার কথা নহে।” ১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৯।

“আপনার অনুবাদ যে অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। পদ্যে এইরূপ অবিকল ও সৌন্দর্য্য রক্ষা করিয়া অনুবাদ অতি অল্প পুস্তকেরই হইয়াছে।” শ্রীরাজেশ্বর গুপ্ত (চট্টগ্রাম নর্ম্মাল স্কুলের হেড মাষ্টার)।

ভূতপূর্ব্ব "বান্ধব" সম্পাদক শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ লিখিয়াছেন;—"আপনি রঘুবংশের এই পদ্যানুবাদ প্রকাশ করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন। অনুবাদ সরল হইলে সাধারণতঃ সুন্দর হয় না। অর্থ রক্ষার অনুরোধে আক্ষরিক হইলে, অন্যান্য অংশে প্রায় কখনও উপাদেয় হয় না। কিন্তু আপনার এ অনুবাদ সরল অথচ সুন্দর, আক্ষরিক অথচ উপাদেয়। বস্তুতঃ কাব্যের এই রূপ অনুবাদ যার পর নাই প্রশংসনীয় এবং ভাষার উপর অসাধারণ ক্ষমতার পরিচায়ক। এ পুস্তক খানি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম পরীক্ষায় "পাঠ্য" রূপে ব্যবহৃত না হইলে, তাহা বড়ই লজ্জা ও পরিতাপের কারণ হইবে।" ঢাকা, ৫ই আষাঢ়, ১৩০২।

সম্বাদ পত্রাদির মত।

"নবীন বাবু পদ্যে রঘুবংশের অনুবাদ করিয়া বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করিয়াছেন। অতি সুললিত ছন্দে নবীন বাবু মহাকবির ভাব সম্পূর্ণরূপে বজায় রাখিয়া নিজে অনুবাদ করিয়াছেন, ইহা অল্প গৌরবের বিষয় নহে। আমাদের ধ্রুব জ্ঞান, অনুবাদ খানি সম্পূর্ণ হইলে উহা বাঙ্গালা ভাষায় এক খানি উজ্জ্বল অলঙ্কার স্বরূপ হইবে।" "সহচর" ১৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৯২।

"নবীন বাবু এ বিষয়ে যে রূপ কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার ক্ষমতার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না, গ্রন্থখানি সুপাঠ্য হইয়াছে, ইহা সম্পূর্ণাকারে প্রকাশিত দেখিবার প্রতীক্ষায় রহিলাম।" "বামাবোধিনী পত্রিকা," ফেব্রুয়ারি, ১৮৯২।

"আমরা ইতিপূর্ব্বে ইহার প্রথম ভাগের সমালোচনা করিয়া গ্রন্থকারকে যে অন্তরের ধন্যবাদ দিয়াছি, এ বারে তাহা আরও শত গুণে না দিয়া থাকিতে পারি না, মহাকবি কালিদাসের অতুলনীয় গ্রন্থ বঙ্গীয় পরিচ্ছদে শোভাহীন হয় নাই এ কথা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। যে রূপ সুললিত কবিতায় অনুবাদ সম্পন্ন হইয়াছে, তাহাতে ইহা অনুবাদ বলিয়াই বোধ হয় না, আমাদের প্রিয় কবির কবিত্বের ইহা সামান্য প্রমাণ নহে, উদ্ধৃত কবিতাদি সংযোগে গ্রন্থখানি আরও উপাদেয় হইয়াছে।" "বামাবোধিনী পত্রিকা," মার্চ্চ, ১৮৯৫।

"অনুবাদ সুললিত ও অবিকল হইয়াছে, অমর কবি কালিদাসের উৎকৃষ্ট মহাকাব্য রঘুবংশের এ রূপ সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর অনুবাদ আমাদের বিশেষ আদরের জিনিষ।" "হিতবাদী," ১৩ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৯২।

"এই খণ্ডে রামচরিত মাত্র আছে। কালিদাসের ভাব রক্ষা করিয়া অনুবাদ করা বড়ই কঠিন, এবং সেই কঠিন বিষয়ে যিনি কৃতকার্য্য হইতে পারেন, তিনিই প্রশংসার যোগ্য, নবীন বাবু এই দুরূহ অনুবাদ কার্য্যে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, ইহাই তাঁহার প্রশংসা।" "হিতবাদী," ১৫।২।৯৫।

"নবীন বাবু মাতৃ-ভাষার সে অভাব দূরীকরণে কৃতসঙ্কল্প হইয়া দেশীয় বন্ধুবান্ধব ও পণ্ডিতমণ্ডলীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। সমস্ত ভাব ঠিক রাখিয়া ভাষান্তরে অনুবাদ করা বড় দুরূহ ব্যাপার। কিন্তু দুরূহ ব্যাপার হইলেও নবীন বাবু অকৃতকার্য্য হয়েন নাই, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, প্রতি শব্দে শব্দে অনুবাদ করিতে গিয়াও নবীন বাবুর রসভঙ্গ ও মাধুর্য্যচ্যুতি ঘটে নাই। আমাদের মতে পুস্তক খানি পাঠ্য লিষ্টভুক্ত হওয়া আবশ্যক, বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তির পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলে ভাল হয়।" "সংশোধিনী," ৪ ঠা ডিসেম্বর, ১৮৯১।

"এই পুস্তকের...অনুবাদ মনোহর হইয়াছে; গ্রন্থকার অতি সুললিত ভাষায় মহাকবি কালিদাসের কবিতা অনুবাদ করিয়াছেন, সংস্কৃতানভিজ্ঞ বঙ্গীয় পাঠকের নিকট এ পুস্তক আদৃত হইবে।" "সময়" ১।৪।৯২।

"অনুবাদ সরল, মধুর ও যথাযথ হইয়াছে...নবীন বাবু সুকবি, তাঁহার নিকট আমরা বঙ্গভাষার অনেক উন্নতির আশা করি।" "প্রকৃতি।"

"এ গ্রন্থে নবীন কবি অনেকাংশে কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। অনেক স্থান পড়িয়া দেখিয়াছি, অনুবাদ যথাযথ ও প্রাঞ্জল হইয়াছে। সংস্কৃতানভিজ্ঞ পাঠকের পক্ষে ইহা বেশ সুবিধাজনক।" "নব্য-ভারত" পৌষ, ১২৯৮।

"আমরা নবীন বাবুর রঘুবংশের পদ্যানুবাদের দ্বিতীয় ভাগ পাঠ করিয়া পরম সুখী হইয়াছি। ইহার প্রথম ভাগ খানি অতি সুন্দর হইয়াছিল। আদ্যন্ত পাঠ করিয়া দেখিলাম দ্বিতীয় ভাগ খানি আরও সুন্দর হইয়াছে। নবীন বাবু অতি সুললিত ভাষায় মনোহর ছন্দে মহাকবির ভাব বজায় রাখিয়া বাঙ্গালা ভাষায় যে রঘুবংশের শেষাংশের অনুবাদ করিয়াছেন ইহা অল্প ক্ষমতার কার্য্য নহে। ফলতঃ নবীন বাবু প্রকৃত প্রস্তাবে সুকবি, বিশ্ববিদ্যালয়ে এফ, এ, পরীক্ষায় বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিত করিবার প্রস্তাব হইতেছে। অনেকে বলিয়া থাকেন এফ, এ, পরীক্ষায় বাঙ্গালা পরীক্ষা প্রচলিত হইলে পরীক্ষার্থীর পাঠার্থে পুস্তকের অভাব হইবে, যাহারা নবীন বাবুর রঘুবংশের অনুবাদ পাঠ

করিয়াছেন, তাঁহাদের এই সংস্কার দূরীভূত হইবে। এরূপ সুন্দর উন্নত পদ্য কাব্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা ও এফ, এ, পরীক্ষার্থ নির্দ্দিষ্ট না হইলে আমরা বড়ই দুঃখিত হইব, সংস্কৃত পুস্তক নির্ব্বাচিকা সভা আগামী বৎসরের প্রবেশিকা পরীক্ষার পুস্তক নির্ব্বাচনের সময় যেন নবীন বাবুর পুস্তকের কিয়দংশ পাঠ্য রূপে নির্দ্দিষ্ট করেন, অর্থাৎ ঢাকা, কলিকাতা, হুগলী প্রভৃতি ট্রেনিং স্কুল কয়টিতে পড়াইবার জন্য ইহা অপেক্ষা উপযুক্ততর অধিক দেখা যায় না, আমরা প্রার্থনা করি, নবীন বাবু দীর্ঘজীবী হইয়া নিরন্তর মাতৃ-ভাষার শোভা বর্দ্ধন করিতে থাকুন।" "সহচর" ৯ই জানুয়ারি, ১৮৯৫।

"বাঙ্গালা ভাষায় সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থের অনুবাদ করা নিরতিশয় কঠিন কাজ; কারণ, সংস্কৃত কবিতার শ্লোক গুলি ধাতুময় কারুকার্য্যের ন্যায় অত্যন্ত সংহত ভাবে গঠিত, বাঙ্গালা অনুবাদে তাহা বিশ্লিষ্ট এবং বিস্তীর্ণ হইয়া পড়ে। কিন্তু নবীন বাবুর রঘুবংশ অনুবাদ খানি পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি, মূল গ্রন্থখানি পড়া না থাকিলেও এই অনুবাদের মাধুর্য্যে পাঠকদের হৃদয় আকৃষ্ট হইবে সন্দেহ নাই। অনুবাদক সংস্কৃত কাব্যের লাবণ্য বাঙ্গালা ভাষায় অনেকটা পরিমাণে সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছেন ইহাতে তাঁহার যথেষ্ট ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়।" "সাধনা" বৈশাখ, ১৩০২।

সংস্কৃত মত।

Pandit Ajit Nath Nyayratna of Navadwipa, Commentator of "Nátya Parisista Vyákarana," writes :—

"कालिदासकविताब्ज-गन्धया-
नीतनिर्मल-नवीन-पद्यया ।
वङ्गसागर-समुद्दिधीर्षया
गम्यतेऽद्य सह वङ्गभाषया ॥"

नवद्वीपनिवासिनः न्यायरत्नोपाधिकश्रीअजितनाथशर्म्मणः ।

Pandit Sitikantha Váchaspati of Navadwipa, writes :—

"आश्चर्यं रघुवंशभावसुफलं यत् कालिदास-द्रुमात्
सञ्जातं सुचिरं तथापि तनुते माधुर्य्यपूर्णं रसम् ।
सर्व्वेषामपि वाञ्छतामसुलभं यद्दुर्गमत्वादभूत्
तल्लाभाय नवीनपद्धतिरसौ वङ्गानुवादोऽभवत् ॥१॥"

नवद्वीपनिवासिनो वाचस्पत्युपाधिकस्य श्रीशितिकण्ठ-शर्म्मणः ।

Pandit Siva Narayan Siromani, Professor, Sanskrit College, Calcutta, writes :—

" .... महाकवेः कालिदासस्य सुधामय-संस्कृतरचितं रुचिरतमं कविकुलहृदयरत्नं तत् रघुवंशं नवीनकविना श्रीयुक्त नवीनचन्द्रदास-महोदयेन भाषान्तरितमपि अनुवादकस्य केनापि अनुवादपाटवेन, कयापि प्रतिभया, केनचित् कवित्व-सुलभलालित्य-सम्पादकगुणविशेषेण नवीनरचितं वङ्गभाषा-यौवनोचित-सौमन्तमणिभूतं रघुवंशमिदं सर्व्वेषां पाठकानां हृदयमाकर्षति ।

भाषान्तरितेषु पुस्तकेषु पूर्व्वभाषारसास्वादो न क्वापि घटते । किन्तु प्रकृतिभूतसन्दर्भस्य रसभावादिवैकल्यविरहे विकृतिसन्दर्भः किमपि चमत्कारातिशयं विधत्ते । अतोऽस्मत् प्रार्थनीयमेतत् :—

"नवीनभावैर्विहितान्य-शोभं

महाकवेस्तद् रघुवंशरत्नम् ।

क्रमप्रकर्षोन्मुख-वङ्गभाषः

नवीनमूर्त्तिं समलङ्करोतु"॥ इति १० आषाढ़ ।

शिरोमण्युपाधिक-श्रीशिवनारायण-शर्म्मणः ।

Pandit Sivanath Váchaspati of Krishnaghar, Maharajah's *Tol*, writes :—

"बहुमतरघुकाव्यं नीतिपूर्णं रसाढ्यं
मधुर-सरल-वाचस्तस्य वङ्गानुवादः ।

बुधगणसुखदाता यत्कृतः श्रीनवीनः
अतिसुखचिरजीवः सोऽस्तु वाञ्छा ममैषा ॥”

श्रीभुवननाथवाचस्पतिशर्म्मणः

Pandit Akshaya Chandra Smritiratna, Krishnaghar Mahárájah's spiritual guide, writes :—

“नवीन-गीतं निजवङ्गभाषया-
ऽनवीन-पद्यावृतमत्र तावकं ।
नवीनकाव्यं रघुवंशवर्णनं
नवीन मद्यं मधुरं बभूव ह ॥
मूलानुरूपं रसभावपूर्णं
सुकैरवारण्यमिवात्र काव्यं ।
नवीनचन्द्रेण विकाश्यमानं
दृष्ट्वा मनोऽसीमसुखं समाप्तं ॥”

आशीर्व्वाद श्रीअक्षयचन्द्र-स्मृतिरत्नशर्म्मणः
नवद्वीपराजगुरोः ।

“জন্মভূমির” সমালোচনা।

(উদ্ধৃত।)

“রঘুবংশ” অমর কবি কালিদাসের উৎকৃষ্ট মহাকাব্য। নবীন বাবু সেই মহাকাব্য বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া, বঙ্গবাসীকে এক উজ্জ্বল রত্ন উপহার দিয়াছেন। সংস্কৃত কাব্যের এমন মনোহর অথচ অবিকল অনুবাদ প্রায় দেখা যায় না। যাঁহারা সংস্কৃত জানেন না, মহাকবির সে মহাকাব্য সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া, তাহার মধুর রস আস্বাদনে তাঁহারা বঞ্চিত। তাঁহারা জানেন না, সংস্কৃত সাহিত্য-ভাণ্ডারে কি উজ্জ্বল রত্নরাজি বিরাজ করিতেছে! এই অনুবাদ পাঠ করিলে, তাঁহারা সে অমূল্য মণি-মাণিক্যের আভাস পাইবেন। বঙ্গভাষাকে বিবিধ

রত্নরাজিতে সাজাইতে যাঁহার প্রয়াস, তিনি চিরদিনই আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। নবীন বাবু শিক্ষিত ও কৃতী; বড় সুন্দর বিষয়েই তিনি হস্তক্ষেপ করিয়াছেন এবং তাঁহার হস্তে মহাকবির সে মহাকাব্যের মর্য্যাদা রক্ষিত হইয়াছে।

সংস্কৃত সাহিত্যের অনেক অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। অনেক অনুবাদ পাঠ করিয়া মনে হইয়াছে, অনুবাদকের পরিশ্রম বৃথায় গিয়াছে। যাঁহারা সংস্কৃত জানেন না, সে অনুবাদ পাঠে, অশ্বত্থামার দুগ্ধের পরিবর্ত্তে দুগ্ধবৎ পানীয় গ্রহণের ন্যায়, তাঁহারা কাব্যের সম্যক্ সৌন্দর্য্য উপভোগে বঞ্চিত হইয়াছেন। কিন্তু নবীন বাবু কৃত রঘুবংশের এই বঙ্গানুবাদ সে শ্রেণীর অনুবাদ নহে। দুই একটীর পরিচয় দিতেছি।

প্রথম সর্গে, মহারাজ দিলীপ, রাণী সুদক্ষিণার সহিত বশিষ্ঠের আশ্রমে গমন করিতেছেন। সে পথের বর্ণনা অতি সুন্দর ;—

"রথের ঘর্ঘরে ভাবি মেঘের গর্জ্জন
ঊর্দ্ধমুখে কেকা রবে গায় শিখিগণ
পুলকে ষড়জ রাগে, করিয়া শ্রবণ
সুদক্ষিণা সহ রাজা আনন্দে মগন।

অদূরে দাঁড়ায়ে পথে হরিণ হরিণী,
নির্ভয়ে নেহারে রথ বিশাল নয়নে,
কৌতুকে সে আঁখি-শোভা দেখে রাজা রাণী
পরস্পর আঁখিসহ তুলনে দুজনে।"

ষষ্ঠ সর্গে, অজ রাজের সহিত ইন্দুমতীর মিলন বর্ণিত হইয়াছে। স্বয়ম্বর-সভায় বহুদেশ হইতে বহু রাজা সম্মিলিত হইয়াছেন। সুনন্দা একে একে সকলের পরিচয় দিতেছে, কিন্তু

"ভোজের ভগিনী ইন্দুমতীর হৃদয়ে,
না পশিল সুনন্দার বচন মধুর ;
পশে কি সুধাংশু অংশু নিশীথ-সময়ে
মুদিত কমলে, রবি-বিরহ-বিধুর ?

যে যে রাজগণে ছাড়ি চলিলা যুবতী
ডুবিল তাঁদের মুখ দুঃখের আঁধারে ;
রাজ-পথে দীপ-শিখা নিশীথে যেমতি
গেলে চলি, হর্ম্ম্যরাজি ডুবে অন্ধকারে !"

অজের সহিত ইন্দুমতীর মিলন হইল ;—

"এক দিকে বর-পক্ষ প্রফুল্ল সভায়,
অন্য দিকে রাজ-বৃন্দ বিষণ্ণ-হৃদয়,
ফুটিলে কমল যথা সরসে উষায়
বিষাদে মুদিত আঁখি কুমুদ-নিচয় !"

অষ্টম সর্গে, মহারাজ রঘু, পুত্রের প্রতি রাজ্যভার অর্পণ করিয়া বানপ্রস্থ ব্রত অবলম্বন করিলেন। সে কেমন ?—

"সূর্য্যকুলাকাশে আহা কি শোভা উদয় !
শমাশ্রমে অস্ত রঘু পূর্ণ-শশধর,
অন্য দিকে স্বর্ণাসন সুমেরু উপর
উদিত অরুণরূপে রঘুর তনয় !"

এক দিন মহারাজ অজ, রাণী ইন্দুমতীকে লইয়া উপবনে বিহার করিতেছিলেন, সেই সময় মুনিবর নারদ বিমান পথে যাইতেছিলেন। তাঁহার বীণায়' পারিজাতমালা শোভা পাইতেছিল। সহসা বীণাচ্যুত হইয়া সেই পারিজাত, রাণী ইন্দুমতীর হৃদয়ে পতিত হইল। সেই কুসুমস্পর্শে ইন্দুমতীর প্রাণ বিয়োগ হইল। অজের করুণ বিলাপে উপবন পূর্ণ হইল ; —

"সুকুমার পারিজাত-কুসুম প্রহারে
পার হে বধিতে, বিধি, যদি অবলারে,
কোন্ দ্রব্যে ইচ্ছা তব না হয় সাধন,
সংহার করিতে তব বাসনা যখন ?"

এমন আকুল ক্রন্দনে এই অষ্টম সর্গ পূর্ণ। "অজ-বিলাপ" অতি সুন্দর ও মধুর। উদ্ধৃত অংশ টুকু অনুবাদ বলিয়া মনে হয় কি ?

ইন্দুমতীর বিরহে শোকাতুর রাজা চারি দিকেই প্রিয়তমাকে দেখিতেছেন। মৃতা পত্নীকে বলিতেছেন,—

"বায়ু-কোলে দোলে লতা, নিকুঞ্জ ভিতর,
বিলাস-বিভ্রম সে কি হরিল তোমার?
কোকিলা হরিয়া তব কলকণ্ঠ স্বর
দিতেছে দ্বিগুণ ব্যথা চিত্তে অভাগার;
হরিণী হরিল চারু চঞ্চল দর্শন,
কলহংসী হরিয়াছে মন্থর গমন!"

দুঃখ রহিল, সকল স্থান উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না।

রাবণ বিনাশের পর, রামচন্দ্র সীতাকে লইয়া অযোধ্যায় ফিরিতেছেন। ত্রয়োদশ সর্গে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। পথে আসিতে আসিতে রামচন্দ্র একে একে সীতাকে নানা শোভা দেখাইতেছেন। সে বর্ণনার সৌন্দর্য্যে রঘুবংশের ত্রয়োদশ সর্গ অতি অপূর্ব্ব হইয়াছে। ইংরাজিতে সমুদ্রের বর্ণনা পড়িয়াছি, কিন্তু এমন মনোহারিত্ব কোথাও আছে কি?—

"অপূর্ব্ব প্রেমের খেলা খেলেন সাগর,—
শত মুখে নদীকুল চুম্বিছে তাঁহারে,
প্রদানি তাদের মুখে তরঙ্গ-অধর
চতুর সরিত-পতি তোষেন সবারে।"

রথ মেঘের পথ দিয়া আসিতেছিল। সীতা কৌতুকে রথের ভিতর হইতে মেঘ স্পর্শ করিতে হস্ত প্রসারণ করিতেছেন, সহসা বিদ্যুৎ আসিয়া সীতার করস্পর্শ করিতেছে। রামচন্দ্র বলিতেছেন,—

"যবে তুমি কুতুহলে রথ-বাতায়নে
প্রসারিছ কর, দেখি, পরশিতে ঘনে,
বারিদ আনিয়া নিজ বিজলী-বলয়
পরাইছে করে যেন, ক্ষণ-তেজোময়!"

তার পর নানা স্থান দেখাইতে দেখাইতে, রামচন্দ্র গঙ্গা-যমুনার অপূর্ব্ব সঙ্গম স্থলে উপস্থিত হইলেন। সীতাকে সেই গঙ্গা-যমুনার অপূর্ব্ব মিলন-শোভা দেখাইতেছেন;—

"সুনীল যমুনা-জলে মিলি কুতুহলে
বহিছেন ওই শ্বেত সুর-তরঙ্গিনী —
মুক্তাহারে গাঁথা যেন ইন্দ্রনীলমণি,
শ্বেত-পদ্মমালা কিম্বা নীল-উতপলে।

মানসের হংসরাজি ধবল-বরণা
নীল-হংসদলে যেন হ'য়েছে মিলিত,
ভূতলে চিত্রিত শ্বেতচন্দন-রচনা —
শোভে যেন কৃষ্ণপত্রে অগুরু-অঙ্কিত!

কোথাও জোছনা-জাল যেন রে চিত্রিত
স্থানে স্থানে ছায়া-লীন তিমির-পটলে,
কোথাও বা শরদের শুভ্র অভ্র দলে
ভেদি, যেন নীলাকাশ হ'তেছে লক্ষিত!

ধবল ভবেশ-অঙ্গ বিভূতি-ভূষিত
রহিয়াছে যেন কৃষ্ণ ভুজঙ্গে বেষ্টিত —
এ রূপে কতই রূপ হের, বরাননে,
ধরেন জাহ্নবী মিলি যমুনার সনে।

এ হেন সঙ্গম-স্থলে গঙ্গা-যমুনার,
তত্ত্বজ্ঞান অভাবেও যদি কোন জন
অবগাহি দেহ, হয় সুপবিত্র-মন,
মরণে না হয় তার জন্ম পুনর্ব্বার।"

অমর কবির সর্ব্বভেদিনী প্রতিভা সর্ব্বত্রই এমন সৌন্দর্য্য ঢালিয়া গিয়াছে! নবীন বাবুর বঙ্গানুবাদেও সেই সৌন্দর্য্য ফুটিয়াছে। আমরা তাঁহার অনুবাদ পড়িয়া মুগ্ধ হইয়াছি। এখনও তাঁহার অনুবাদ সম্পূর্ণ হয় নাই, আমরা সাগ্রহে তাহার প্রতীক্ষা করিতেছি।" "জন্মভূমি" আষাঢ়, ১৩০২।

NOTICE.

INDIAN PANDITS IN THE LAND OF SNOW.

(A NEW DISCOVERY OF THE WORKS OF ANCIENT INDIANS IN TIBET AND CHINA.)

By "the distinguished traveller,"

SARAT CHANDRA DAS, C.I.E.

Extract from annual address delivered at the Asiatic Society of Bengal by its President, the Hon'ble Sir Charles Alfred Elliott, K.C.S.I. (7th February, 1894, p. 19). "In his 'Indian Pandits in the Land of Snow,' Babu Sarat Chandra Das has reprinted in a handy and popular form, several lectures and essays in which he has traced the narrative of the efforts of Indian Buddhist Missionaries in China and Tibet."

"We read also sometime ago, Babu Sarat Chandra's 'Indian Pandits in the Land of Snow,' a book which exhibits an amount of labour and faculty for antiquarian researches, which has most deservedly raised the author so high in the estimation not only of his own countrymen but of all European nations as well. May Heaven protect him to add further glory to the country!— "*Amrita Bazar Patrika*" (*31st January*, 1894).

Price, Re. 1.

আকাশ-কুসুম কাব্য।

শ্রীনবীনচন্দ্র দাস, এম, এ, বি, এল, প্রণীত।

"একটী যুবক ও বালিকা অকৃত্রিম প্রেমে বদ্ধ হইয়া এক স্রোতে জীবন ভাসাইবার আশা করিয়াছিলেন, পিতা ধনলোভে বালিকাকে অন্য পাত্রসাৎ করিলেন, প্রণয়ীদের আশা "আকাশ কুসুম" হইল, এই বিষয় লইয়া কাব্য রচিত, নবীন বাবুর এই বাল্য রচনায় তাঁহার কবিত্ব শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, ইহার সঙ্গে যে কয়েকটী ক্ষুদ্র কবিতা আছে, তাহা অতি সুন্দর।" বামাবোধিনী পত্রিকা। (৯।৯৩)

LEGENDS AND MIRACLES OF BUDDHA, SAKYA SINHA.

PART I,

TRANSLATED INTO ENGLISH VERSE FROM

KSHEMENDRA'S AVADAN KALPA-LATA.

By NOBIN CHANDRA DAS, M.A. B.L. *Price,* 8 *annas.*

A Note on the Geography of Válmiki-Rámáyana.

By the same author. ***Price,* 8 *annas.***

To be had of S. K. LAHIRI & Co., 54 COLLEGE STREET.

And at 86/2, Jaun Bazar Street, Calcutta.

(SUPPLEMENTARY.)

Professor Nilmani Mukherji, M.A., Principal, Sanskrit College, Calcutta, writes :—

"I have always thought that no one who is not gifted with poetic faculty can render a poem from one language into another with any degree of success and I am confirmed in this belief by the proof that you have shewn of your undoubted poetical powers in rendering the great epic of Káli Dása, so faithfully, so lucidly and so sweetly.

It is a sure evidence of the excellence of your translation that those who do not know Sanskrit and have not read this master-piece of Sanskrit literature in its original, can form some idea of its many beauties from a perusal of this volume. The easy flow and rythm of your verses and the mellowness and perspicuity of your diction will, I doubt not, render your book acceptable to all." *13th December*, 1895.

Sir Romesh Chunder Mitter, Kt., late Judge of the High Court, observes :—"The translation of Káli Dása's Raghu Vamsa by Babu Nobin Chandra Dás, M.A., is indeed a very valuable contribution to the Bengali literature. The verses are written in an easy, flowing, and mellifluous language, and it reflects a very great credit to the translator that at the same time he has been able to follow the original as closely as possible."

Babu Sáradá Charan Mitter, M.A., B.L., Fellow of the Calcutta University, writes :—

"As I have already said with reference to the first and second parts, preservation of the spirit and letter of our greatest poet in Bengali dress is marvellous...The selection of words, the mellifluousness of language and the sweet cadence of the lines as they flow have added considerably to the pleasures I am now enjoying of temporary retirement into village-life from the bustles of town-life." 30-12-95.

Babu Raj Krishna Banerji, late Senior Professor of Sanskrit, Presidency College, Calcutta, writes :—

"You have succeeded admirably in your endeavour to present Káli Dása in a thoroughly Bengali garb. Although it is a literal translation of Káli Dása's Raghu Vamsa, the beauty and the spirit of the original have been fully preserved. The sweet flow of the metre, the *easy* style and the splendour of the verses, displayed in the translation, speak highly of your command over the Bengali language and of your possessing an exquisite poetical skill. The work will undoubtedly be a valuable addition to Bengali literature." 16-4-96.

Pandit Rajendra Chandra Sastri, M.A., writes :—
" Your translation of the Raghu Vamsa is admirable, while the other poems, both Bengali and English, fully justify your high reputation as a poet." Bengal Library. 13–4–96.

The Hon'ble R. C. Dutt, C.I.E., thus noticed the concluding volume of the Raghu Vamsa :—
" You have performed a worthy task worthily, and the work, I hope, will find a permanent place among the lasting works of our age." *8th November*, 1895.

The President of the Asiatic Society of Bengal notices the work in his Annual Address (*p.* 27) :—
" The translation of Káli Dása's immortal epic the Raghu-Vamsa by Babu Nobin Chandra Das in Bengali metre has elicited the highest praise not only from educated people, but also from the *Tol-Pandits* of Bengal." *5th February*, 1896.

The Bengal Librarian to Government notices the 3rd Volume :
" An excellent translation in Bengali verse of Cantos 16 to 19 of Káli Dása's Raghu Vamsa. The translator has done his work very creditably." *Calcutta Gazette*, *4th March*, 1896, *p.* 21.

" What with the sweet flow of metre, the splendour of language, the simplicity and elegance of the style and the faithfulness of rendering, the translations must be considered a veritable success. We congratulate Nobin Babu on his successful completion of the translations and he deserves our sincerest thanks for having enriched the vernacular literature of Bengal by adding to it 3 volumes of poetry which, while bringing within the reach of Bengali-reading public the exquisite poetry of Káli Dása, possess intrinsic merits of their own to rank as works of standard Bengali poetry."—*Amrit Bazar Patrika*, *27th December*, 1895.

" The republic of Bengali literature and Babu Nobin Chandra Das are simultaneously to be congratulated on the completion of Bengali rendering of the Raghu Vamsa. The difficulty of the task lay not so much in its quantity as in its quality. Such gigantic works as the Rámáyana and the Mahá Bhárat may be rendered, as they have been rendered, into the Bengali language with success, but such rendering means, comparatively speaking, more of enterprise and expenditure of time than a tax on the intellect. But the case is otherwise with a poem like the *Raghu Vamsa*, which teems, as it does, with a wealth of thoughts and expressions well nigh defying all attempts at conversion into the current coins

of the modern world. And be it said to the lasting credit of Babu Nobin Chandra Das that he has made the conversion without tarnishing the gloss or reducing the weight of the original metal. It would be needless to remark that the translation under notice will make a valuable addition to the treasury of Bengali literature which is by no means overfull of such substantial stock. To the complete volume of the translation has been appended a collection of original poems in Bengali, which goes to show that the author was, for some years past, engaged in wooing the Muses,—with what result the present publication has demonstrated."—*The Indian Mirror, 28th January*, 1896.

"Babu Nobin Chandra Dás, M.A., B.L., has rendered unspeakably greater service to the cause of the Bengali language and literature than the heroic band that is striving to get Bengali a recognition by the University as a subject of its examinations. Babu Nobin Chandra is a doer, not an agitator. He is himself a product of the system which has excluded Bengali from the University examinations and recognised the Sanskrit. His translation of Káli Dása's Raghu Vamsa into Bengali verse is a *magnificent work,—accurate, elegant, savoury of the original.* It takes its place at once in the front ranks of Bengali literature, and bids fair to be monumental. We need not dwell on details in discussing a book which, we find, is already overwhelmed with praise, but we cannot help observing that the book has its *lessons.* It shows that the cultivation of a language is not dependent upon a formal, academic, compulsory study of it, that official drudgery is not always strong enough to crush genius, and that a high order of Bengali literature may be developed by translation. If there are men bent upon encouraging Bengali literature, why do they not offer to Babu Nobin Chandra the expenses of publication and a *bonus?* Why waste power on an agitation? Agitation is only a means: in the work before us there is a realisation of end, the *enrichment of the national literature.* Our countrymen, however, are proverbially more partial to the abstract than to the concrete. They will agitate for the Bengali literature, but will not come to the rescue of a producer or a product. Encouragement of a language or literature, however, has no meaning beyond encouragement of authors and works. It is by that alone the cause will prosper, and not by manipulating the dreadful disgusting things called examinations."—*Indian Nation, 6th April,* 1

Babu Chandra Nath Bose, M.A., Bengali Translator to Government, writes :—

"রঘুবংশের অনুবাদ চমৎকার হইয়াছে। উহাতে বিস্তৃতি ও বাহুল্য দোষ একেবারেই নাই। ছন্দ মিষ্ট অথচ শক্তিশালী হইয়াছে। সংস্কৃতের ধারা ও ভঙ্গি নিপুণতা সহকারে রক্ষিত হইয়াছে। অথচ অনুবাদ পড়িতেছি বলিয়া মনে হয় না। অতি দুরূহ কাজ আপনি যেন অবলীলাক্রমে সম্পন্ন করিয়াছেন। আপনার ক্ষমতা যথার্থই প্রশংসনীয়।... বাঙ্গালা সাহিত্য আপনার দ্বারা সজ্জিত হইতেছে এবং ভবিষ্যতে আরও সজ্জিত হইবে মনে করিয়া আমার আনন্দের সীমা নাই।" শ্রীচন্দ্রনাথ বসু।

বঙ্গের প্রসিদ্ধ কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন,—"আমি অতিশয় আনন্দ ও তৃপ্তির সহিত সমস্তগুলি পাঠ করিয়াছি।.... আপনার রচিত 'রঘুবংশ' অনুবাদ বলিয়াই মনে হয় না। পুস্তকগুলি পাঠে আমি বিশিষ্টরূপে সুখী হইয়াছি।" ১।২।৯৬।

"এই পদ্যানুবাদ পড়িয়া বড়ই আনন্দ লাভ করিয়াছি। আজ কাল সংস্কৃত কি ইংরেজী গ্রন্থ যে রূপ দক্ষতা সহকারে বঙ্গভাষায় অনুদিত হইয়া থাকে তাহাতে স্পষ্টই বোধ হয় যে, বাঙ্গালা ভাষা এখন সমৃদ্ধিশালিনী হইয়াছে এবং বাঙ্গালা লেখকগণও এখন ভাষার বিশিষ্ট অধিকার লাভ করিয়াছেন। যাঁহারা সংস্কৃত রঘুবংশের সহিত এই অনুবাদ মিলাইয়া পড়িবেন, তাঁহারাই আমাদের কথার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন, আমরা অনুবাদককে ধন্যবাদ প্রদান করি।" সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকা। কার্ত্তিক, ১৩০২।

The Banga-Bási thus notices the work :—

"কালিদাসের রঘুবংশ অপূর্ব্ব কাব্য। শ্রীযুক্ত নবীন দাসের অনুবাদও অপূর্ব্ব কাব্য। মূলের রস, ভাব, ধ্বনি, গুণ, অলঙ্কার অনুবাদে রক্ষিত হইয়াছে। ইহা অনুবাদক দাস মহাশয়েরও বড় সাধারণ কবিত্বের পরিচায়ক নহে। পোপ নিজে সুকবি ছিলেন বলিয়াই হোমর-কাব্যের মান রাখিতে পারিয়াছিলেন। নবীন দাসও নিজে কবি বলিয়া, কালিদাস-কাব্যের মান রাখিতে পারিয়াছেন।

যাঁহারা সংস্কৃত জানেন না, মূলে যাঁহাদের অধিকার নাই, অনুবাদে তাঁহারা আক্ষেপ মিটাইতে পারিবেন। মূলে যাঁহাদের অধিকার আছে, অনুবাদে তাঁহারাও নবীনচন্দ্রের গুণপনা দেখিয়া তৃপ্তিলাভ করিবেন।”

বঙ্গবাসী, ২৯।২।৯৬।

নূতন ভাষা গঠনের সময় স্বাধীন চিন্তাপূর্ণ মৌলিক গ্রন্থ যেমন একান্ত প্রয়োজনীয়, পূর্ব্ব পূর্ব্ব উন্নতজাতির উন্নত ভাষায় ভাব, প্রণালী, রীতি, নীতি ও চিন্তাস্রোত ভাষান্তরিত করিয়া নূতন প্রবাহের কলেবর বৃদ্ধি করাও সেইরূপ আবশ্যক। অনুবাদ অতি গুরুতর দায়িত্বের কাজ। সৌন্দর্য্য বজায় রাখিয়া মূলের রচনা ও ভাবপ্রণালী অন্য ভাষায় অবিকল রূপান্তর করা সুকঠিন। ছাঁকা ভাব লইয়া অনুবাদ করিলে, মূল রচনার মাধুর্য্য কিছুমাত্র টের পাওয়া যায় না, পক্ষান্তরে ছত্রে ছত্রে বর্ণগত অনুবাদ করিলে, ভাষা প্রাঞ্জল ও সুললিত হয় না। স্থানে স্থানে অর্থ পরিগ্রহেরও ব্যত্যয় ঘটে। কিন্তু আমরা আহ্লাদের সহিত লিখিতেছি যে, নবীন বাবুর উদ্যম সম্পূর্ণ রূপে সফল হইয়াছে। কবিকুলশিরোমণি কালিদাসের অগাধ পাণ্ডিত্য, লোকচরিত্রে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, নানাবিষয়ক গভীর জ্ঞান, শব্দযোজনায় পারিপাট্য, উক্তির কোমলতা, উপমায় অপূর্ব্ব কৌশল যদি কেহ বাঙ্গালা ভাষায় অনুভব করিতে চান, তাঁহাকে আমরা নবীন বাবুর অনুবাদ পড়িতে অনুরোধ করি। যত দূর সম্ভব, কালিদাসের মহিমা নবীন বাবু বাঙ্গালা ভাষায় ফুটাইয়াছেন। যে কোন গ্রন্থ অনূদিত হইলেই ভাষা নিস্তেজ ও ভাব মলিন হইয়া পড়ে, কিন্তু নবীন বাবুর রচনায় অনেক স্থান মৌলিক বলিয়া বোধ হয়। নিজের কল্পনা নিজের ভাষায় ব্যক্ত করা অপেক্ষাকৃত সহজ, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় ব্যক্ত অপরের ভাব, নিজের করিয়া প্রতি বিষয়ে মূলের সহিত মিল রাখিয়া প্রকাশ করা, ভাষার উপর বিশেষ অধিকার না থাকিলে সম্ভব নহে। নবীন বাবু কালিদাসের শ্লোকগুলির যথাযথ অনুবাদ ত করিয়াছেনই, অধিকন্তু অনেক স্থানে মূল শব্দ সকল যেমন তেমনি রাখিয়া দিয়াছেন। তাহাতে ভাব ও রচনা বিকট হয় নাই, বরং অধিকতর সুন্দর ও মধুর হইয়াছে। নবীন বাবু বিজ্ঞতার সহিত শব্দমাধুর্য্যের লোভ সম্বরণ করিতে পারেন নাই। এত বড় প্রকাণ্ড গ্রন্থে ছন্দোভঙ্গ

ও যতিপতন দোষ অতি বিরল, ইহাও অনুবাদকের পক্ষে কম গৌরবের বিষয় নহে।

দিলীপের ব্রহ্মচর্য্য, ইন্দুমতীর স্বয়ম্বর, রঘুর সন্ন্যাসধর্ম্ম, অজবিলাপ, বসন্ত ঋতু ও দশরথের মৃগয়া, রামের অযোধ্যা প্রত্যাগমন ও সুদর্শনের রাজত্ব সুন্দর অনুদিত হইয়াছে। যে খান সে খান হইতে শ্লোক তুলিয়া দেখান যাইতে পারে, অনুবাদ কি রূপ যথাযথ ও দক্ষতার সহিত সম্পাদিত।

প্রথমেই আছে,—

"মূঢ় আমি, কবিকীর্ত্তি লভিতে পাগল,
এ হেন প্রয়াসে মোর হাসিবে ভুবন ;
উচ্চ বৃক্ষে প্রাংশু জনে লভে যেই ফল,
সে ফলে বাড়ায় কর হইয়া বামন। ১।৩।"

মূল।—

"মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্।
প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ ॥"

ভূরি ভূরি ইহা অপেক্ষাও সুন্দর অনুবাদ আছে—
২।২৫, ২।৪, ২।৫৩, ৩।৬, ৬।৮৬, ৭।৪০, ১৩।২৪, ১৫।৪৫ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

গ্রন্থারম্ভে অভিমানদৃপ্ত কালিদাস গৌরব করিয়া বলিয়াছেন, দোষ-গুণবিচারক্ষম পণ্ডিতগণই আমার গ্রন্থ বিচার করিবেন (ন চান্যে) ; আমাদের বিনয়ী বাঙ্গালি কবি সেখানে কি করিয়াছেন দেখা যাউক ;—

"গাইব সে রঘুবংশ, করিয়া শ্রবণ
দোষ গুণ বিচারিবে পাঠক সুমতি।" ১।১০

মূল।—

"তং সন্তঃ শ্রোতুমর্হন্তি সদসদ্ব্যক্তি-হেতবঃ"।

ইহা কি মূল হইতে উন্নতি (improvement) নহে? কালিদাসের উপমা দেশবিখ্যাত (উপমা কালিদাসস্য) সেই উপমা অনুবাদে কবির হাতে কেমন প্রকাশ পাইয়াছে, দেখা যাউক।—

কবি রাজকৃষ্ণ ——

"উদ্ভাসি সহস্র ভাগে সহস্র নৃপতি,
অপূর্ব্ব-রাজন্য প্রভা উঠিল সভায় ;
দিগ্‌ব্যাপী মেঘদলে উজলি যেমতি,
চমকে চপলা, বিশ্ব ধাঁধিয়া ছটায়।" ৬।৫

মূল।—

"তাসু শ্রিয়া রাজ-পরম্পরাসু
প্রভাবিশেষোদয়-দুর্নিরীক্ষ্যঃ।
সহস্রধাত্মা ব্যরুচদ্বিভক্তঃ
পয়োমুচাং পঙ্‌ক্তিষু বিদ্যুতেব॥"

উপমানুবাদের সৌন্দর্য্য ২।১০, ২।২৯, ৬।৭, ৬।৫৫, ৭।৫৫ ইত্যাদি শ্লোকে দ্রষ্টব্য। কোন কোন শ্লোকে মূলে অনুপ্রাস আছে; অনুবাদেও পরিবর্ত্তিতভাবে অনুপ্রাস রচিত করিয়া কবি বাহাদুরী দেখাইয়াছেন। যেমন ;—

"বন্য-করি-কপোল ঘর্ষণে তার চীর
পরিক্ষত হয়েছিল, তাই হৈমবতী
কাঁদিলা বিষাদে কত, কাঁদেন যেমতি
অসুরাস্ত্রে ক্ষত হেরি কুমার-" ২।৩৭

মূল

"কণ্ডূয়মানেন কটং কদাচিৎ
বন্যদ্বিপেনোন্মথিতা ত্বগস্য।
অথৈনমদ্রেস্তনয়া শুশোচ
সেনান্যমালীঢ়মিবাসুরাস্ত্রৈঃ।"

কোন কোন শ্লোক মূলের জটিলতা বর্জ্জিত হইয়া মূলের সৌন্দর্য্যসহ কোমল প্রাঞ্জল ভাষায় প্রকটিত হইয়া অনুবাদ মূল হইতেও অধিকতর মনোরম হইয়াছে। যেমন ;—

"যোগিবেশে সদা রঘু যোগে নিমগন,
সাধিছেন রাজকাজ অজ মহামতি,—
ধর্ম্মের দ্বিমূর্ত্তি যেন ধরিলা দুজন,
কর্ম্ম রূপী অজ, রঘু নিষ্ক্রিয়া-মুরতি।" ৮।১৬

মূল।—

"যতি পার্থিবলিঙ্গ-ধারিণৌ
দদৃশাতে রঘুরাঘবৌ জনৈঃ।
অপবর্গ মহোদয়ার্থয়ো—
র্ভুবমংশাবিব ধর্ম্মযোর্গতৌ।"

সকল বিষয়ে মূলানুরূপ একটী নমুনা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। অনুবাদ।—

"দশরথ নামে খ্যাত জনক তাঁহার,
দশ-শত-রশ্মি সূর্য্য সম তেজোময়,
দশদিক্-পরিব্যাপ্ত সুযশঃ যাঁহার,
দশানন-অরি রাম যাঁহার তনয়।" ৮।২৯

মূল।—

"দশরশ্মিশতোপমদ্যুতিং
যশসা দিক্ষু দশস্বপি শ্রুতম্।
দশপূর্ব্বরথম্ যমাখ্যয়া
দশকণ্ঠারিগুরুং বিদুর্ব্বুধাঃ॥"

সর্ব্বত্রই এই রূপ। নবীন বাবুর লেখনীতে পুষ্প-চন্দন বর্ষিত হউক।

নব্য-ভারত, চৈত্র, ১৩০২।

Shortly to be out.

A NOTE

ON THE

GEOGR OF VALMIKI-RÁMÁYANA,

(TH A MAP AND INDEX.)